পদ্যে অনূদিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

পদ্যানুবাদ।

শ্রীঅক্ষয় কুমার গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার

শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ বি, এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পদ্যানুবাদের প্রণেতা উদার-হৃদয় ভক্ত শ্রীযুক্ত
অক্ষয়কুমার গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক উহার সমস্ত স্বত্ব
শ্রীশ্রীগৌরীমাতা পরিচালিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
ও আদর্শ হিন্দু নারীবিদ্যালয়ের
সাহায্য কল্পে অর্পিত।]
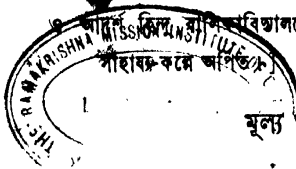
মূল্য আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ সমূহ পাঠ করিয়া পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক নবজীবন লাভ করিতেছে। স্মরণ রাখিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া পরমহংস দেবের কতকগুলি উপদেশ অনেক দিবস পূর্ব্বে কবিতাকারে লিখিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে প্রকাশকের ইচ্ছায় ইহা প্রকাশিত হইল। শুনিয়াছি পূর্ব্বেও ইহা কবিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা হউক তাঁহার উপদেশগুলি যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল।

শ্রীম'—কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হইতে উপদেশগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—মিলাইয়া দেখিবার সুবিধার জন্য কোন্ সংস্করণের বইর কোন্ পৃষ্ঠা হইতে কোন্ উপদেশটি সংগৃহীত হইয়াছে উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে, কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ভক্তিভাজন 'শ্রীম' অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কবিতাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন বলিয়াই ইহা প্রকাশিত হইল এবং শ্রদ্ধা-ভাজন প্রকাশকের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকটেও এই স্থলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এইগুলি অনেকদিন পূর্ব্বে লিখিত। কবিতাগুলিকে বিষয় বিশেষে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে নানা গোলযোগে শ্রেণী বিভাগ দূরে থাকুক, কবিতাগুলি একবার দেখিয়া দেওয়ারও সাধ্য হইল না; কাজেই ইহাতে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল।

পরিশেষে প্রকাশ করিতেছি যে ইহার সমস্ত লাভ পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীগৌরীমাতার প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে প্রদত্ত হইল। ইতি

বিনীত

শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত।

পূর্ব্ব সিমুলিয়া—ঢাকা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার

মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণতি পূর্ব্বক শ্রীচরণে নিবেদনমিদম্—

মহাশয়! অত্রত্য শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ মহাশয়—আপনার প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের যে একখানি পদ্যানুবাদ আপনাকে দেখাইয়াছেন উহার স্বত্ব আমি শ্রীশ্রীগৌরীমায়ের শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে দান করিতে সম্মত আছি, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিলে বাধিত হইব। ইতি ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩২৫ সন।

প্রণত

শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার

শ্রীম'র অনুমতি পত্র

"শ্রীশ্রীগুরুদেব"

শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু!

আপনি পুস্তক ছাপাইতে পারেন।

শ্রীম

২০শে কার্ত্তিক ১৩২৫।

শ্রীদুর্গা

রামকৃষ্ণ কথামৃত

প্রথম ভাগ

প্রথমখণ্ড।

১

একবার হরি নামে রোমাঞ্চ জনমে যদি—
আর যদি বহে অশ্রুধার।
নিশ্চয় জানিও তবে, কর্ম্মে নাই প্রয়োজন,
কর্ম্ম শেষ হ'য়েছে তোমার।

২

অধিকারী ভেদে, বাছা! এক নিত্য ভগবান্
নানা ধর্ম্ম সৃজিলা মহীতে।
দেন মাতা ছেলেদের রুচিভেদে এক মাছ
ঝোল ভাজা আদি নানা মতে।

৩

প্রথম সাধন কালে বিজনে সাধন চাই,
সিদ্ধ হ'লে আর ভয় কারে!
গরু ছাগলের ভয়ে দেয় বেড়া চারাগাছে,
বড় হ'লে হাতীই কি করে! (১৬)

৪

ঝী যথা বাবুর বাড়ী, কাজ করে, ছেলে রাখে—
মন থাকে নিজ পাড়াগাঁয় ;
তেমনি সংসারে থাক, পাল নিজ পরিজন
মন সদা রাখি' তাঁর পায়। (ঐ)

৫

কচ্ছপ বেড়ায় জলে, কিন্তু তার মন সদা
পড়ে থাকে ডিমের গাড়ায় ;
তেমনি সংসারে তুমি থাক, কিন্তু মন তব
নিত্য যেন থাকে তাঁর পায়। (ঐ)

৬

সাধন করিয়া আগে ভক্তি লভি, সংসারেতে
গেলে, বদ্ধ হইবে না মন,
আগে হাতে তেল মাখি', কাঁঠাল ভাঙ্গিলে পরে
হাতে আঠা লাগে কি কখন ? (ঐ)

৭

মনটী দুধের মত সংসার-সলিলে তারে
রাখ যদি যাইবে মিশিয়া।
কিন্তু সেই দুধ হ'তে যতনে মাখন তুলি'
জলে রাখ বেড়াবে ভাসিয়া।

৮

মনেতে বিচার কর, সম্মুখে সুন্দরী নারী,
ভাবি দেখ কি কি আছে তায় ;
মল মূত্র লালা ক্লেদ চর্ম্মে ঢাকা রাম ! রাম !
এর তরে ভুলিবে তাহায় !

৯

মাগ ছেলে টাকা কড়ি, আরো কত ছাই তরে
মূঢ় লোক এক ঘটি কাঁদে।
কিন্তু এক ফোঁটা জল কে ফেলে নয়ন হ'তে
স্মরি আহা সে পরাণ-চাঁদে !

১০

নিশ্চয় নিশ্চয় তারে সে পাবে, বিষয় তরে
বিষয়ীর ব্যস্ত যথা প্রাণ—
সতীর পতির তরে, শিশু তরে জননীর,
মিলে যার এই তিন টান।

১১

বিড়াল ছানারে যথা বিড়ালী যে ভাবে রাখে,
তথা থাকি মিউ মিউ ডাকে,
তেমনি যে ভাবে তিনি রাখেন, সে ভাবে থাকি
মা মা বলি ডাকহ তাঁহাকে। (১৮)

১২

বিষয়বিমূঢ়গণ ভগবদ্‌ভক্তজনে
নিন্দা করে, ভক্ত নাহি শুনে।
ছোট ছোট পশুগণ চীৎকারে বারণ দেখি—
হাতী তাহা লয় কি গো কাণে ?

১৩

সর্ব্বভূতে নারায়ণ, কিন্তু তা বলিয়া কভু
মিশিবে না অসতের সহ। (ঐ)
আপঃ নারায়ণ স্বয়ং, কিন্তু তা বলিয়া কিগো
নষ্ট জল পান করে কেহ ? ১৯।২০

১৪

বিশ্বাস—বিশ্বাস কর কেবলি বিশ্বাসে সিদ্ধি,
দেখ তার জ্বলন্ত প্রমাণ ;
সেতুবিনা নিজে রাম তরিতে নারিলা সিন্ধু,
বিশ্বাসে তরিলা হনুমান।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৫

সর্ব্বত্র আছেন তিনি, তথাপি ভক্তের হৃদে
দেখা যায় অধিক তাঁহায় ;
ভূস্বামী স্বএলাকায় সর্ব্বত্র থাকিতে পারে,
বেশী তবু বৈঠক খানায়। (৩৫)

১৬

জ্ঞানী যারে বলে ব্রহ্ম, ভক্তে বলে ভগবান্,
যোগী আত্মা নাম বলে তাঁরি ;
একই ব্রাহ্মণ, কিন্তু রাঁধিলে রাঁধুনি সেই
দেবপূজা করিলে পূজারি।

১৭

নেতি নেতি বিচারিয়া "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা"
হয় যবে জ্ঞানীর এ জ্ঞান ;
তখন সমাধি যোগে ব্রাহ্ম বোধে বোধ হয়
সে ব্রহ্ম কি অসাধ্য বুঝান। ঐ

১৮

জ্ঞানী বলে সৃষ্টি, লয়, এসব শক্তির খেলা,
স্বপ্নবৎ শক্তি ও জগৎ।
কিন্তু শত বিচারেও সমাধি না হ'তে, শক্তি
যায় না, সে সত্য ব্রহ্মবৎ। (৩৭)

১৯

তাই ত ব্রহ্মা ও শক্তি মণি ও তজ্জ্যোতি সম
দুই নহে অভেদ—একই।
যখন নিষ্ক্রিয় তিনি তখনি ব্রহ্ম বলি,
সক্রিয় হইলে শক্তি কই। (৩৭)

২০

একি ব্রহ্ম, খোদা, গড্, দীঘির এঘাটে যেন
জল বলি হিন্দু করে পান;
ইংরাজ অপর ঘাটে, ওয়াটার বলি খায়,
পানি বলি খায় মুসলমান। ঐ

২১ (১৯ক)

নিখিল সৃষ্টির বীজ লীন থাকে শক্তি মাঝে
এ জগৎ বিনাশের কালে;
আবার সৃজিয়া বিশ্ব মা থাকেন সে বিশ্বেই
উর্ণনাভ যথা স্বীয় জালে। (৩৮)

২২

কালী কি সত্যই কাল? না না অতি দূরে তিনি,
কাল বলে বোধ হয় তাই;
দূর হ'তে সিন্ধু, নভ কাল বলে বোধ হয়,
কাছে দেখ কোন রং নাই। (ঐ)

২৩

তাঁর ইচ্ছা এই সব　　জীব নিয়ে খেলা করা,
তাই মুক্তি দেন না সবায়,
লুকোচুরী খেলাকালে,　　সবে যদি বুড়ী ছোঁয়
খেলা তবে বন্ধ হ'য়ে যায়। (৩৯)

২৪

মনেতেই বদ্ধ জীব,　　মনেতেই মুক্ত পুনঃ,
মনটা নিয়েই মুখ্য কথা।
ধোয়া কাপড়ের মত　　যে রঙ্গে ছোপাবে মন,
তাহাতেই রঞ্জিবে সর্ব্বথা। (৪০)

২৫

মন নিয়েই ত সব,　　এক পাশে পরিবার,
অন্য পাশে রয়েছে সন্তান—
শিশুটীরে একভাবে,　　অন্যভাবে রমণীরে
করে প্রেম আদর প্রদান। (৪০)

২৬

'আমি পাপী' 'আমি পাপী'　　নিয়ত এ চিন্তা কেন ;
এতেই যে বদ্ধ হ'য়ে যাবে ;
বিশ্বাস—বিশ্বাস কর　　"আমি তাঁর পুত্র, এতে
অবশ্য অবশ্য মুক্ত হ'বে।

২৭ (৩খ)

রোগটী বিকার, তাহে রয়েছে রোগীর ঘরে
বিষয় জলের জালা, আর—
স্ত্রীরূপ আচার, আহা! না সরালে রোগীটীরে
কেমনে বাঁচাবে প্রাণ তার! (৪৩)

২৮ (৩গ)

জনক জনকরাজা হব মোরা সবে বলে,
সেটা কি এতই সোজা ভাই!
কত দীর্ঘ কাল রাজা নির্জ্জনে করিলা তপ,
ঘরে থাকি তুমি হবে তাই? (৪২)

২৯

ক্রোধাদি কুম্ভীর পূর্ণ সংসার-সমুদ্রে নাম
কি সাহসে সহজ শরীরে?
বিবেক বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখিয়া আগে
নাম জলে, ছোবেনা কুম্ভীরে। (৪৩)

৩০

দেখিতে মানুষ গুলি তুল্য, কিন্তু কারো মাঝে
সত্ব রজঃ, তমে কেহ ভোর,
যথা তুল্য পুলিগুলি, কিন্তু কারোমাঝে ক্ষীর,
কোনটায় কলায়েব পোর। (৪৪)

৩১। (৩৩। খ)

আদেশ যেজন পায় পণ্ডিত সে না হ'লেও
জ্ঞান পায় তাঁর কাছ থেকে ;
ধান মাপিবার কালে দেখনা কয়াল পাশে
ধান ঠেলে দেয় অন্য লোকে ॥ ১৩৬

৩২

"লোকশিক্ষা লোকশিক্ষা" চীৎকারে সকল লোক,
লোকশিক্ষা এত সোজা কিরে,
তাঁর কাছে না শিখিলে কেমনে শিখাবে তুমি,
কাণা যেন চালায় কাণারে। (৪৫)

৩৩

চাপরাশ লও আগে— তাঁর আজ্ঞা লও, তবে
তব আজ্ঞা শুনিবে সকলে ;
সরকারী চাপরাশী আজ্ঞাপত্র না ঘোষিলে
সেই আজ্ঞা কেবা কবে পালে ?

৩৪

"জগতের উপকার" "জগতের উপকার"
কেন এত আস্ফালন কর,
জগৎ কি এতটুকু তুমি কি করিবে তার,
তিনি শক্তি দিলে—তবে পার। (৪৬)

৩৫

কর্ম্মেই থাকিলে ব্যস্ত, হয়ে যাবে আয়ুঃশেষ
কেমনে দর্শন পাবে তাঁর,
কালীঘাটে গিয়ে কাল দানেতেই কেটে গেল,
কালী দেখা হইল না আর! (ঐ)

৩৬

ভক্তি এযে যুগধর্ম্ম বড় শক্ত কর্ম্মযোগ
এ যে কলি, অন্নগতপ্রাণ।
দেখ না এ যুগে জ্বরে খাটে নাকো কবিরাজি,
ডি গুপ্তই ঔষধ প্রধান। (৪৭)

৩৭। (৩৩। ক)

আদেশ প্রাপ্তের কাছে না ডাকিতে আসে লোক,
প্রদীপ জ্বালিলে ঝাঁকে ঝাঁকে
আসে বাদুলিয়া পোকা, চুম্বকের কাছে লোহা
যায়, সেত ডাকে না লোহাকে॥ ১৩৬

তৃতীয় খণ্ড।

৩৮

ভক্তের স্বভাব এই, অন্য ভক্ত দেখিলে
মহাসুখী হয়, চিতে সুধাস্রোতঃ উথলে।
গাঁজাখোরে যদি অন্য গাঁজাখোর দরশে,
তার সনে কোলাকুলি করে মহা হরষে। (৫১)

৩৯

কে করিবে ইতি তার, বুঝিবে বা কে তাঁরে?
জ্ঞানী বোঝে নিরাকার, ভক্ত পূজে সাকারে।
ভক্ত পাশে ব্যক্তি তিনি, কিন্তু জ্ঞান বিচারে
বোধে বোধ হয় মাত্র প্রকাশিতে না পারে।

৪০

কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ সাগরে,
মাঝে মাঝে ভক্তি হিমে বরফের আকারে
জমাট বাঁধিছে যেন, তাই মূর্ত্তি বিহরে,
জ্ঞানসূর্য্য-করে পুনঃ যায় গলে অচিরে।
তবে কোন ভক্তপক্ষে তিনি নিত্য মূর্ত্তিও,
গলে না বরফ কভু আছে হেন সিন্ধুও॥ (২।২৩)

৪১

বিচারিতে বিচারিতে আমি টামি থাকে না,
যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াইলে দেখ না ?
আগে যায় লাল খোসা, পরে সাদা শুকুনা,
ছাড়াইতে ছাড়াইতে কিছু বাকী থাকে না। (ঐ)

৪২

যেখানে নিজের আমি খুঁজে আর মিলে না—
খোঁজেই বা কেবা আর, কেহই ত থাকে না।
ব্রহ্মের স্বরূপ সেথা কে বলিবে বল না,
নুনের পুতুল গলে সাগরে তা' জান না ? (ঐ)

৪৩

চুপ হ'য়ে যায় লোক পরিপূর্ণ জ্ঞানেতে,
নুনের পুতুল গেল সিন্ধু জল মাপিতে,
গলে গিয়ে মিশে গেল, ফিরিল না বলিতে,
ফিরেনা জাহাজ আর গেলে কালাপানিতে। (৫৫)

৪৪

বিচার না হ'তে শেষ লোকে করকরিয়া
করে তর্ক, বিচারান্তে থাকে চুপ করিয়া ;
যতক্ষণ জলে কুম্ভ নাহি যায় ভরিয়া
গব গব করে, পূর্ণ হ'লে যায় থামিয়া। (ঐ)

৪৫

আমিই নষ্টের মূল, আমা হ'তে সব দুঃখ
আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল,
একান্ত যাবিনা যদি, আমি তবে থাক্ শালা
দাস আমি হ'য়ে চিরকাল।

৪৬

কেমনে পাইবে মাকে ? কাঁদিলেই কাতরে
দেখা দিবে, যতক্ষণ চুষি নিয়ে আদরে
খেলে ছেলে, ততক্ষণ গৃহকাজ মা করে ;
চুষি ফেলে কাঁদিলেই কোলে লয় অচিরে। (৫৬)

৪৭

কেন এত মতভেদ তাঁর রূপ নিয়ে হে !
যে যেমন দেখিয়াছে সেই মত সে কহে।
এক গাছে বহুরূপী ছিল, তার স্বদেহে
কেহ দেখে লাল রঙ্গ, নীল কেহ বা কহে।
তলে ছিল একজন সব শুনি সে কহে
সবি সত্য, কভু পুনঃ কোন রঙ্গ(ই) না রহে। (ঐ)

৪৮

যেরূপ যে ভালবাসে সেইরূপে তাহারে
দেখা দেন, হনুতরে রামরূপ দ্বাপরে। (৫৭)

৪৯

শ্যামামূর্ত্তি ছোট কেন ? আছে যে সে দূরেতে,
দেখনা দূরের সূর্য্য কত ছোট দেখিতে।
আচ্ছা, কালী কেন কাল ? তাও সেই হেতুতে,
বর্ণহীন নভঃ নীল দেখি দূর হইতে। (ঐ)

৫০

কে বুঝিবে সে অনন্তে, বুঝেই বা কি হবে,
ভক্তি তব দরকার, তাই যত্নে লভিবে।
শুধু এক ঘটী জলে মিটে যার পিপাসা
পুকুরেতে কত জল কেন তার জিজ্ঞাসা ?
একটী বোতল মদে হয় মোর মত্তত্তা,
শুঁড়ি ঘরে কত মদ কি হইবে জেনে তা ? (৫৮)

৫১

ঠিক জানিবে তাঁয় ? যতটুকু দরকার
সেটুকু হলেই হ'ল ; কিবা কাজ পিপড়ার
চিনির পাহাড়ে ? এক দানাতেই হয় তার।
এক সের ঘটিতে কি দুধ ধরে সের চার ? (১১৭)

৫২

ঈশ্বরে এগুবে যত, কাজ তত কমিবে
ক্রমে শেষে নাম গুণ গাহিতেও নারিবে।

সমাধি হইলে কাজ ত্যাগ হয় নিঃশেষে।
দেখনা বাড়ীতে বন্ধু যতক্ষণ না আসে
তার কথা সবে কয়, কিন্তু আসে যবে সে,
তার কথা ছাড়ি, সবে মগ্ন হয় হরষে। (৫৯)

৫৪

"নিতাই আমার মাতা হাতী" গায় সকলে
কীর্ত্তন আরম্ভকালে, ক্রমে ভাব জমিলে
শুধু কয় "হাতী হাতী," আরো গাঢ় হইলে
কেবলই বলে "হাতী" আর কিছু না বলে।
সব শেষে 'হা' বলিতে হয়ে তার সমাধি
চুপ করে থাকে শেষে বহুক্ষণ অবধি। (ঐ)

৫৫

ব্রাহ্মণ ভোজনে যথা আগে খুব হৈ চৈ,
খেতে ব'সে ক'হে শুধু লুচি কৈ সুচি কৈ,
সুপ সুপ রব শুধু পাতে যবে পড়ে দৈ
ভোজ শেষে চুপ হয়ে হয়গে বিছানা সই। (ঐ)

৫৬

তাই কর্ম্ম থাকে সাধনার প্রথমে—
ক্রমেই কমিয়া কর্ম্ম ত্যাগ হয় চরমে। (ঐ)
ফল যদি হয় তবে ফুল পড়ে ঝরিয়ে,
ভক্তি ফল হ'লে কর্ম্মফুল যায় পড়িয়ে। (১০৫)

৫৭

গর্ভবতী হয় যবে গৃহস্থের বধূটী,
শাশুড়ী কমায় তার কাজ, পায় সে ছুটী।
ক্রমেই অধিক ছুটী, হ'লে শেষে শিশুটী
সব কাজ ছাড়ি শুধু নাড়ে চাড়ে সেইটী। (ঐ)

৫৮

ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ পায় না
খাইতে মায়ের দুধ, পরে আর কাঁদে না।
কেবল আনন্দ পরে—মার দুধ খায় সে,
খেতে খেতে মাঝে মাঝে হাসে খেলে হরষে। ২।৪০।

৫৯

সমাধি হইলে প্রায় দেহ কারো থাকে না।
বলিষ্ঠেরা লোক শিক্ষা তরে দেহ ত্যজে না।
কূপ খোঁড়া হ'লে কেহ ফেলে ঝুড়ি কোদালে
পরের কাজের তরে রাখে কেহ তা তুলে। (৬০)

৬০

শিক্ষা দিতে শক্তি চাই, ভয় পায় শিখাতে
সামান্য আধার যাঁরা; দেখ নাই নদীতে
কোনরূপে নিজে ভেসে যায় কাঠ হাবাতে,
ডুবে যায় ছোট পাখী বসিলেও তাহাতে।

কিন্তু বাহাদুরি কাঠ ভাসে হাতী নিয়াও,
নারদাদি—বাহাদুরিকাঠ জানিও। (ঐ)

৬১

তাঁরে দেখি, তাঁর লীলা-দরশন-পিপাসা
জনমে ভক্তের চিত্তে, তাই দেখ নিকষা
রাবণ বধের পরে চেয়েছিল বাঁচিতে
রামে দেখি তাঁর আরো বাকী লীলা দেখিতে। (৬১)

চতুর্থ খণ্ড।

৬২

কি দোষ তাঁহারে দেখে এ দেহ না রাখিলে?
সোণা গেলে মাজে ঢেলে সে মাজাটি ভাঙ্গিলে
কি দোষ? মকরধ্বজ জ্বাল দিয়া বোতলে,
ভেঙ্গে ফেলে সে বোতল কবিরাজ সকলে॥ ৬৫

৬৩

জীব দেখ চারি থাক—বদ্ধ, মুক্ত, মুমুক্ষু
আর নিত্য, এ সংসার জাল যেন বুভুক্ষু।
চতুর মাছের মত 'নিত্য' জালে পড়ে না,
যারা জালে পড়ে, তার মাঝে যারা সেয়ানা
পলাইতে চায় তারা—মুমুক্ষুই তাহারা,
পলাইয়াছে জাল ছিঁড়ে মুক্তজীব যাহারা।
বদ্ধজীব থাকে ডুবি জাল মুখে করিয়া,
মনে ভাবে বেশ আছি, শেষে যায় মরিয়া। (৬৬)

৬৪

বেহুঁস ও বদ্ধজীব পায় কত যাতনা
তথাপি মনেতে কভু নাহি জাগে চেতনা।
উট খায় কাঁটা ঘাস, গাল মুখ ছিঁড়িয়া
রক্ত পড়ে, তবু তাহা যাবে নাকো ছাড়িয়া। (ঐ)

৬৫

সাপে ছুঁচোধরাসম গিলিতে বা ফেলিতে
পারে না অনেকে, কিন্তু বোঝে তারা মনেতে
এ সংসারে সার নাই ; ঠিক যেন আমড়া,
শস্য সনে খোঁজ নাই আঁঠি আর চামড়া (৬৭)

৬৬

বদ্ধের লক্ষণ পুনঃ, এ সংসার ছাড়ায়ে
রাখ তারে ভাল স্থানে, মরিবে সে হেদিয়ে—
বিষ্ঠায় বিষ্ঠার কীট মহানন্দে বাড়িবে,
ভাতের হাঁড়িতে রাখ, অচিরে সে মরিবে। (ঐ)

৬৭

তাঁহারে দেখিতে রোক করি তীব্র বৈরাগ্যে
মজে সে যে, তাঁর দেখা পায় সে-ই সৌভাগ্যে।
রোক করি যে কৃষক অবৃষ্টির বরষে
নদী হ'তে নালা কাটে জল পায় ক্ষেতে সে। (ঐ)

৬৮

কামিনী কাঞ্চনে জীব বদ্ধ হয় ঠেকিয়া,
নারী হ'লে ধন চাই—দেখ বিয়া করিয়া।
বসা'য়ে নদের হাট ইঙ্গরেজীওয়ালা
কত বাবু সাহেবের জুতা খায় দুবেলা। (৬১)

৬৯

তাঁর দেখা পেলে মন কামিনীতে মজে না—
লোহাটার দুই পাশে ছোট বড় দুখানা
চুম্বক থাকিলে লোহা কে টানিবে বলনা ?
বড়টি ত ? নারী হ'তে তিনি কি গো বড় না ?

৭০

তবে কি গো কামিনীকে হবে ঘৃণা করিতে ?
তাহা কেন ? ব্রহ্মময়ী দরশন পরেতে
সব নারী তাঁরি অংশ জনমে এ ধারণা,
মা বলিয়ে পূজে তাই, অন্য ভাব হয় না। (ঐ)

৭১

যাঁর মায়া—মারা হ'তে তিনি নাহি তরা'লে,
মানুষে মানুষাগুরু তরাইবে কি মতে ?
যে গুরু শক্তিতে তাঁর শক্তিমান নয় গো,
কেমনে শিষ্যের জ্বালা করিবে সে ক্ষয় গো (৭১)

৭২

ঘুচে যায় সদ্‌গুরুর কৃপাকণা লভিলে
শিষ্যদের অহঙ্কার, কাঁচা গুরু হইলে
হয় না শিষ্যের মুক্তি—দোঁহে পায় যাতনা।
জাতি সাপে যদি ভেক ধরে তবে দেখনা
তিন ডাকে হয় চুপ ; ঢোঁড়া সাপে সে ভেকে
ধরে যদি, কত কষ্ট পেতে হয় দোঁহাকে। (ঐ)

৭৩

কেন আছি বদ্ধ হয়ে ? কেন নাহি দেখি তায় ?
অহংই জীবের মায়া, সেই ত ঢেকেছে হায় !
আমি ম'লে ঘোচে জ্বালা—যদি বুঝে জীবাত্মা
গুরুর কৃপায় জন্মে এই বুদ্ধি যথার্থা
অহং বুদ্ধি গিয়ে তবে মায়া-মেঘ লোপ পায়,
তাঁর দেখা পেয়ে জীব জীবন্মুক্ত হয়ে যায়। (৭২)

৭৪

মায়া—মায়া !—মায়াতেই ঢাকে তাঁহাকে
এই দেখ গামছাখানা ধরি মোর সম্মুখে,
আমারে দেখ কি আর ? আছি কিন্তু নিকটে,
মায়া ঢাকা ব'লে হেন দেখ'না সে বিরাটে। (৭২)

৭৫

—আমিই মন্দ, জীব আর আত্মাতে
ভেদ হয় এই আমি মাঝখানে থাকাতে।

জল এক কিন্তু তার মাঝে লাঠী ফেলিলে (৭৩)
দু'ভাগ দেখায় ; পুনঃ এক, লাঠী তুলিলে। (৭৩)

৭৬

'দাস আমি' 'ভক্ত আমি' এ আমি দোষের নয়,
মিষ্টে অম্ল হয়, কিন্তু মিছ্‌রিতে কি তাহা হয় ?
এ আমি কেমন ? যেন লাঠীটি হয়নি রাখা
জলোপরি, কিন্তু কাটা হয়েছে একটী রেখা।
রেখা থাকে কতক্ষণ, সে কি থাকিবার পাত্র,
এ আমি ও আমি নয়—আমির রেখাটি মাত্র। (৭৪)

৭৭

আচ্ছা ভক্ত আমিটির কামাদি কিরূপ হয় ?
কামাদি থাকেনা মুলে, আকারটি মাত্র রয়।
পরশ মণিটি ছুঁয়ে আমি সোণা হ'য়ে যায়,
আমির আকার থাকে হিংসা নাহি চলে তায়। (৭৫)

৭৮

"তুমি প্রভু আমি দাস" ভগবান্ লাভ হয়
এই অভিমান হ'তে, একে ভক্তিযোগ কয়।
'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা' এইটি বিচার পথ,
একে বলে জ্ঞানযোগ অতি শক্ত এই মত। (ঐ)

৭৯

থাকিতে দেহাত্ম বুদ্ধি 'সোহং' ভাব ভাল নয়,
এগুতে পারেনা তাতে, ক্রমেই পতন হয়। 22065.

পরকে ঠকায় আর নিজে ঠকে বোঝেনা সে,
গঙ্গারই ঢেউ হয়, ঢেউয়ের গঙ্গা কিসে? (৭৬)

৮০

তাঁর প্রতি ভালবাসা, পাকা ভক্তি তবে কয়,
পাকা ভক্তি বিনা তাঁর কথা না ধারণা হয়।
ফটোগ্রাফি কাচ যদি না থাকে কালী মেখে
পড়িলেও ছবি তায় একটিও না থাকে। (৭৭)

৮১

থাকিতে বিষয়-বুদ্ধি-লেশ বিভু মিলে না,
শত ঘষিলেও ভিজা দেশলাই জ্বলে না।
কামনা থাকিলে কিছু তাঁরে পাওয়া যায় না।
সূতায় থাকিলে গেঁটা সূচী মাঝে ঢোকেনা॥

৮২

চিত্তশুদ্ধি না হইলে তাঁর দেখা মিলে না,
কাদা দিয়ে ঢাকা সূচী চুম্বকেত টানে না।
কাদা ধুয়ে ফেল, সূচ টানিবে সে চুম্বকে,
আমি-জলে মন-মলা ধুয়ে দেখ তাঁহাকে। (৭৮)

৮৩

'আমি কর্ত্তা' এই বুদ্ধি থাকিতে, এ হৃদ্‌পুরে
আসেনা কভু তিনি, দেখনা কি ভাঁড়ারে
কেহ যদি থাকে, তবে বলিলেও কর্ত্তারে
কোন দ্রব্য দিতে তিনি নাহি যান সে ঘরে। (ঐ)

৮৪

তিনি জ্ঞানের সূর্য্য, তাঁর কিরণে এ জগতে
পড়েছে জ্ঞানের আলো, তাই পাই দেখিতে
মোরা সব, যদি তিনি নিজমুখ উপরে
ধরেন সে আলো তবে দেখা যায় তাঁহারে।
লণ্ঠন সার্জ্জন হাতে, তাতে দেখে সবাকে,
অন্যেরাও সে আলোতে দেখে পরস্পরকে;
কিন্তু সার্জ্জনে দেখিতে হ'লে বলে প্রভু হে!
আলোটি এবে নিজ মুখ পানেতে ধরহে। (ঐ)

৮৫

মিথ্যা কিছু ভাল নয়—মিথ্যা ভেক(ও) ভালনা,
এমন কি অভিনয়ে করা মিথ্যা ছলনা—
তাও মন্দ; ধোয়া ধুতি সম মন মিথ্যাতে
বহুক্ষণ রাখ যদি রঞ্জিবে সে রঙ্গেতে। (৮১)

৮৬

সাধারণ লোক কভু মজে হরি-চরণে
পুনঃ মজে সংসারেতে—কামিনী ও কাঞ্চনে।
মক্ষিকা যেমন কভু বসে ফুলে, সন্দেশে
আবার কখনো গিয়ে বিষ্ঠাতেও বসে সে। (৮২)

৮৭

নিত্য সিদ্ধ ভিন্ন থাক, দেখনা কি প্রহ্লাদে?
ইহারা মজেনা কভু বিষয়ের আহ্লাদে।

নিয়ত থাকেন এঁরা হরিরসে রসিয়ে—
মৌমাছি কেবল মধু খায় ফুলে বসিয়ে। (ঐ)

৮৮

সাধারণে বৈধী ভক্তি—এত ধ্যান ধারণা,
এত জপ—এই ব্রত নিয়মিত সাধনা।
এ যেন ধানের মাঠে যাওয়া আল্ ঘুরিয়া,
কিম্বা নদীপথে বাঁক ঘুরি' নৌকা বাহিয়া। (ঐ)

৮৯

রাগ ভক্তি হ'লে আর কোন বিধি থাকেনা;
বন্যায় ডাঙ্গায় জল হ'লে, নৌকা দেখনা
নদী বাঁক না ঘুরিয়া সোজা যায় সকলে,
মাঠে সোজা চলে লোক ধান কাটা হইলে।

৯০

পুছিছ কি বোধ হয় সমাধিতে ডুবিয়া?
শুনেছ কুমুরে পোকা তন্ময় হইয়া
হয়ে যায় আরসোলা; কি রকম বুঝিলে?
যেমন হাঁড়ির মাছ হয় গাঙ্গে ছাড়িলে।

৯১

সবিকল্প সমাধিতে অহংটির ভাব কি?
যেমন অনল পিণ্ড আর তার ফিন্‌কি।
হেমকণা যত কেন শ্রমে হ'য়ে সুপটু
ঘষণা সোণার চাপে, তবু থাকে একটু।

জড় সমাধিতে এই আমিটুকু বিগত
হয়ে হয় একেবারে 'তদাকার কারিত।'
সে কেমন? কাঠ পু'ড়ে ছাই থাকে দেখনা,
কর্পূর পোড়ালে যথা তাও আর থাকে না।

ষষ্ঠ খণ্ড।

৯২

মায়া দয়া এক নহে কোন মতে,
অনেক তফাৎ দয়াতে মায়াতে,
সর্ব্বভূতে প্রেম এইটি দয়া।
মাতা পিতা ভাই পুত্র কন্যা বলি
আত্মীয় উপরে আত্মজন বলি
প্রাণের যে টান সেইটি মায়া।

৯৩

সত্ত্ব উচ্চ বটে, কিন্তু সেও চোর,
সত্ত্বরজস্তম এই তিন ক্রূর
সংসার অরণ্যে হ'রে জ্ঞান গূঢ়,
তম চায় জীবে বধিতে পরে,
নিবারে তা রজ, তাহার কথায়
বেঁধে রেখে জীবে দস্যুরা পলায়,
পরে সত্ত্ব পুনঃ আসিয়ে সেথায়
বাঁধ খোলে, কিন্তু জ্ঞান দিতে নারে।

৯৪

চেয়ে শিব পানে শবশিব'পরে
কালী দাঁড়াইয়া, শিব নীচে পড়ে
প্রকৃতি পুরুষে এই যোগ লীলা।
পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব,
পুরুষের যোগে বিশ্ব-কার্য্য সব
করিছে প্রকৃতি হ'য়ে ক্রিয়াশীলা।

৯৫

কে উত্তম ভক্ত? যেই ব্রহ্মজ্ঞানী
জ্ঞান ল'ভে দেখে এ বিশ্বও তিনি,
তিনি(ই) জীব চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব
নেতি নেতি করি দেখে ছাদে উ'ঠে—
ছাদ সিঁড়ি দুই এক দ্রব্যে বটে,
এক(ই) ইট দেখে উত্তম ভক্ত। (ঐ)

সপ্তম খণ্ড।

৯৬

আত্মা ত নির্লিপ্ত বৈদান্তিক বলে,
সুখ দুঃখ পাপপুণ্য কোন কালে
আত্মার হানি না করিতে পারে।
পারে দুঃখ দিতে দেহাভিমানীরে
ধোঁয়া দেওয়ালেই বিমলিন করে,
আকাশের কিছু করিতে নারে। (৯৩)

৯৭

দেহ ধারণের ধর্ম্ম দুঃখ সুখ,
দেহ ধরিলেই হয় ইহা ভোগ,
দেখনা শ্রীমন্ত চণ্ডীর প্রিয়
পেল কত দুঃখ, মাতা দেবকীরে
দিলেন দর্শন হরি কারাগারে,
কারা-কষ্ট তবু গেলনা স্বীয়। (৯৫)

৯৮

কৃত পাপ ক্ষয় হ'লেও জীবের
হয়গো ভুগিতে সঞ্চিত ফল।
পাপে কানা জন করি গঙ্গাস্নান
পাপ গেল কিন্তু চক্ষু না হ'ল। (ঐ)

৯৯

ঈশ্বর সমীপে যত যাবে, তত
ফুটিবে ভাবের ভক্তির ছটা।
সাগর সমীপে যত যায় নদী,
তত খেলে তাহে জোয়ার ভাঁটা। (৯৮)

১০০

জ্ঞানীর ভিতর গঙ্গা এক টান,
তাঁর কাছে সব স্বপন সমান,
স্বস্বরূপে সদা তাঁর অবস্থান,
ভক্তের ভিতর নয়গো হেন।

ভকতে জোয়ার পুনঃ ভাঁটা হয়
ভক্ত কভু এক ভাবে নাহি রয়
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় কথা কয়,
জলের ভিতরে বরফ নিচয়
টাপুর টুপুর করেগো যেন। (৯৮)

অষ্টম খণ্ড।

১০১

জ্ঞান ভক্তি লভি' পসিলে সংসারে
আর বেশী ভয় থাকেনা অন্তরে,
ছুঁলে 'চোর চোর' খেলায় বুড়ীরে
ভয় আর তার কিছুই নাই।
পরশ মণিকে ছুঁয়ে একবার
সোণা হও, পরে বছর হাজার
থাক মাটীনীচে, পরে পুনর্ব্বার
তুলিলে, যে সোণা থাকিবে তাই। (১০৫)

১০২

করাচ্ছেন কর্ম্ম যাদের ঈশ্বর
তাহারা করুক, কিন্তু ভক্তবর
তুমি এবে দেও ওসব রেখে।

সব ছেড়ে তুমি বল ভাবে থাকি
"মন তুই দেখ আর আমি দেখি,"
আর যেন কেউ নাহিক দেখে। (১০৭)

১০৩

"লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাক্‌তে নয়"—
জাতি অভিমান, লজ্জা ঘৃণা ভয়
জীবের এসব পাশ সমুদয়
গেলে মুক্তি হয় এ সংসার হ'তে,
"পাশ বদ্ধজীব পাশমুক্ত শিব।"
পাশমুক্ত হ'য়ে নিষ্ঠা লভে জীব,
ক্রমে ভক্তি, ভাব, প্রেম হয় চিতে। ১০৮

১০৪

শুদ্ধা ভক্তি হওয়া বড়ই কঠিন,
ভক্তিতে ঈশ্বরে মন হয় লীন,
ভাবেতে মানুষ অবাক হয়—
বায়ু স্থির হ'য়ে যায় ভাব হ'লে,
আপনি কুম্ভক হয় সেই কালে
প্রেমে স্বদেহও মনে না রয়। (১০৮)

১০৫

ঐশ্বর্য্য বিভব মান পদ আর
সকলি অনিত্য বৃথা অহঙ্কার—

গৌরব করিতে নাইকো টাকায়
যদি বল আমি ধনী, তা হ'লে,
তারে বাড়া ধনী হইবে বাহির,
তারা দেখি গর্ব্ব যায় জোনাকির,
চন্দ্র দেখি তারা হয় নতশির,
রবি দেখে শশী গৌরব ভোলে। (১১০)

নবম খণ্ড।

১০৬

সংসার অনিত্য, কিন্তু জেনে তাঁয়
করিলে সংসার তা অনিত্য নয়,
তখন সকলি তন্ময় হয়।
ছেলেকে খাওয়াবে—সে গোপাল বাবা,
মাতৃপিতৃসেবা সে ত তাঁরে সেবা
পত্নীতে ঐহিক ভাবনা বয়। (১১৩)

১০৭

যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা গত
হয়েছে ঈশ্বরে, ঈশ্বরে নিয়ত
যে ভাবে, তাঁহার আলাপ ব্যতীত
বলেনা যে কিছু তা' বলে শুধু—

সর্ব্বভূতে তিনি আছেন যে জেনে
সেবে সর্ব্বভূতে, কামিনী কাঞ্চনে
ছাড়ে যে, স্ত্রীলোকে মাতৃসম জ্ঞানে
যে পূজে, তারেই জানিবে সাধু। (১১৪)

১০৮

নাহি পাওয়া যায় তাঁকে যতক্ষণ।
নেতি নেতি করে ছাড় ততক্ষণ
যে তাঁরে পেয়েছে জানে সেই জন
তিনি মায়া জীব জগৎ সব।
দেখ খোলা বিচি শাঁস যুক্ত বেলে—
সারশূন্য ব'লে খোলা বিচি ফেলে—
সুধু শাঁস লয় বিচারের কালে
বেলের ওজন তাহে নাহি মিলে,
খোলাটা জগৎ, বিচি যেন জীব,
শাঁসটুকু যেন জগদাত্মা শিব,
সব নিয়ে তাঁর পূর্ণ অনুভব। (১১৬)

১০৯

তিনি যদি সব, পাপপুণ্য তবে
আছে কি জীবের? শুন বলি সবে।
আছে পুনঃ নাই—যতদিন রবে
অহংতত্ত্ব; ভেদবুদ্ধি ও রবে।

সে সঙ্গে থাকিবে পাপপুণ্য জ্ঞান,
তিনি যদি কারো অহং মুছে দেন,
সে পাপপুণ্যের অতীত হবে। (১১৬)

১১০

লোককে খাওয়ান তাঁরে সেবা বটে,
অগ্নিরূপে বিভু আছে জীব পেটে,
খাওয়ান কিনা আহুতি দান।
কিন্তু তা' বলিয়ে অসৎ লোককে
(ডুবেছে যে ব্যভিচারাদি পাতকে)
খাওয়াইতে নাই, খায় হেন লোকে
যেখানে বসে, সে অশুদ্ধ স্থান। (১২৩)

১১১

আমি আমি ক'রে কত কষ্ট হয়
বাছুর দেখিলে বুঝিবে নিশ্চয় ;
দেখনা বাছুর 'হাম্মা হাম্মা' কয়,
তাই কত কষ্ট—নিত্য হাল বয়,
কেহ তার মাংস কাটিয়ে খায়।
চর্ম্মে জুতা করি পায়ে দিয়ে হাঁটে
ঢাক করি তাহে কেহ কত পিটে
তবু রক্ষা নাই, পরে আঁত কেটে
তাঁত করে, তাহা ধুণুরি নিকটে
'তুঁহু তুঁহু' করে নিস্তার পায়। (১২৪)

১১২

কর্ম্ম ছাড়িবার যো নাহিক ঘটে,
ধ্যান চিন্তা করি এও কর্ম্ম বটে,
তবে ভক্তি হ'লে বিষয় কর্ম্ম—
ভাল নাহি লাগে, তাহা কমে যায়,
চিটা গুড় পানা কেবা খেতে চায়
বুঝিলে মিছরি ওলার মর্ম্ম ॥ (১২৬)

১১৩

কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য কি হয় ?
সে ত আদিকাণ্ড, উদ্দেশ্য ত নয় ?
ঈশ্বর লাভই উদ্দেশ্য নিশ্চয় ;
তবে কর্ম্ম ভাল নিষ্কাম যদি—
তা বিভু লাভের একটী উপায় ;
কিন্তু বড় শক্ত, মজিবে কি হায় !
ঘাটে পথে যে গো বর দিতে চায়—
বিভু নেমে এলে বলিবে কি তাঁয়
দেও করে হাসপাতাল আদি ? (১২৬)

১১৪

শুধু কর্ম্ম নিয়ে থেকো না জড়িয়ে,
ক্রমে কত পাবে গেলেই এগিয়ে
ব্রহ্মচারী বোলে পেল আগু হয়ে
এক কাঠুরিয়া কত তা জান ?

প্রথমে চন্দন, পরে রূপা পেলে,
ক্রমে সোনা, মণি ; তুমিও এগুলে
প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম—যথাকালে
বিভু দিবে আসি দর্শন দান ॥ (১২৭)

একাদশ খণ্ড।

১১৫

হাজার বুঝাও বিষয়ী সকলে
হবেনা কিছুই ; পাথর দেওয়ালে
বসে কি পেরেক ? বেশী ঘা মারিলে
না বসি ভাঙ্গিয়ে হইবে থেতো।
তরালের চোট মারিলে কুমীরে
কি হইবে তার ? চারি ধাম করে
আসে সাধু—"তুম্বা" তবু দেখ পরে
যেমনটি ছিল আছে তেমনি তো ॥ ১৩৪

১১৬

প্রথম আবেগে বোঝেনা আবেগী
কেবা ভক্ত কেবা বিষয়ানুরাগী—
ঝড়ের প্রথমে ধূলা ঢাকা দেখি'
কোনটা কি গাছ যায়না বোঝা।
বোঝে ক্রমে ক্রমে—নারে একেবারে
দাঁড়াতে বাছুর, মাঝে মাঝে পড়ে
আবার দাঁড়িয়ে, হেন মত করে
শিখে দাঁড়াইতে চলিতে সোজা ॥ ১৩৪

১১৭

তিনি সুধা সিন্ধু, যাবার তাহাতে
অসংখ্যেয় পথ ; জীব কোন মতে
পড়িতে পেলেই অমর হল।
অমৃতের কুণ্ডে নাম সিঁড়ি দিয়ে—
ঝাঁপ দিয়ে—কিম্বা পড় ধাক্কা খেয়ে—
যেরূপেই পড় সমান ফল ॥ ১৩৮

১১৮

জগতের মাকে পাও যদি তবে—
ভক্তি ও লভিবে, পুনঃ জ্ঞান পাবে।
ভাব সমাধিতে রূপ নিরখিবে,
দরশিবে জড় সমাধি যোগে
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নিরবধি,—
কলিকাতা কেহ এসে পড়ে যদি,
গড়ের মাঠ কি সোসাইটি আদি
দেখিবেই সেত কোন সুযোগে ॥ ১৩৯

১১৯

হাজার শিখাও সময় না হ'লে
হবে নাকো ফল, হবে যথাকালে—
ঠিক সময়েতে আপনি হয়।
ঘুমন্ত ছেলের হাগা পেলে পরে
কারো হয়নাকো জাগাইতে তারে,
হাগাই তাহারে জাগায়ে লয় ॥ ১৪০

১২০

বৈদ্য ও আচার্য্য এ তিন রকম—
উত্তম মধ্যম তৃতীয় অধম।
রোগী খায় কিনা ঔষধ পরম
দেখেনা তা খুঁজে অধম বৈদ্য।
মধ্যম খাওয়ায় ধীরে কয়ে বলে ;
ঔষধ খাইতে রোগী না চাহিলে
উত্তম সবলে খাওয়ায় সদ্য।
ঠিক সেই মত আচার্য্য অধম
ফিরে নাহি দেখে শিষ্যের করম ;
ধীরে ব'লে কয়ে বুঝায় মধ্যম ;
অবাধ্য শিষ্যকে প্রকাশি' বল
করেন তৈয়ার আচার্য্য উত্তম,
অধম বৈদ্য ও আচার্য্য অধম
এ দোহার মাঝে বিদ্যমান তমঃ,
কিন্তু সে তমের মঙ্গল ফল॥ ১৪১

দ্বাদশ খণ্ড

১২১

ঈশ্বর আছেন জানা নিঃসন্দেহ,
আর তাঁরে দেখে পুন তাঁর সহ
সম্বন্ধ পাতায়ে ভোগ অহরহঃ
এ দুটি বিষয়ে ঐক্য কি ঘটে ?
কাঠে অগ্নি আছে এ বিশ্বাস ভাব,
আর করায়ে সে অগ্নি আবির্ভাব
ভাত রেঁধে খেয়ে শান্তি তৃপ্তি লাভ—
এ দুটি বিষয় বিভিন্ন বটে ॥ ১৪৬

১২২

বিভুরূপে তিনি এ বিশ্ব মণ্ডলে
আছেন সমস্তে, কিন্তু তাই বলে
এ বিশ্বে সকল সমান নয়।
ইতর বিশেষ আছে গো শক্তির
দেখকি সম্পূর্ণ সাম্য দুই ব্যক্তির,
ঘোড়াটা সরাটা সম কি হয় ? ১৪৮

১২৩

জ্ঞানীর লক্ষণ জ্ঞান হ'লে তাঁরে—
ঈশ্বরকে আর দেখায় না দূরে
সব চেয়ে তিনি নিকটে হন।

সে সময় তিনি না থাকেন তিনি
তখন তিনিই হ'য়ে যান ইনি
নিয়ত নিভৃত হৃদয়ে র'ন ॥ ১৫০

১২৪

অবসর যদি না থাকে তোমার
আম্মোক্তারি দিয়ে দেও তাঁরে ভার—
তাঁরে সব দিয়ে পথটি ধর।
আন্তরিক সব ভার তাঁরে দিয়ে
বসে থাক তুমি নিশ্চিন্ত হইয়ে,
যা করান তিনি তাহাই কর ॥ ১৫১

১২৫

অনেক কর্ত্তব্য আছে গৃহস্থের,
মানুষ করিতে হয় ছেলেদের,
মরণ পর্য্যন্ত পত্নী পালনের
ব্যবস্থা করিবে যতন করি—
হইবে পালিতে কতদিন ছেলে ?
দায়িত্ব থাকেনা সাবালক হ'লে।
ধাড়ি পাখী কাছে বড় ছানা গেলে
দেখনা ঠোকরে তাড়ায় ধাড়ি। ১৫১

১২৬

জ্ঞানোন্মাদ হ'লে থাকে নাকো আর
গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কিছুই তাহার,

তার আর পরিজন সব্বাকার
সব ভার লন তখন বিভু।
নাবালক যদি থাকে জমিদার
দেখ নাকি এসে তখন তাহার
হিতকারী অছি লয় সব ভার,
নাবালক কিছু ভাবে না কভু ॥ ১৫২

১২৭

বিষয়ানুরাগ থাকে যতক্ষণ—
আত্মজ্ঞান নাহি জন্মে ততক্ষণ
বিষয় আসক্তি গেলে জ্ঞানীজন
দেহ আর আত্মা আলাদা দেখে।
নারিকেল যবে যায় শুকাইয়ে
নড়্ নড়্ করে ঝুনা হয়ে গিয়ে
শাঁস আর মালা দুটি সে সময়ে
আলাদা করিতে বাধা না থাকে ॥, ১৫২

১২৮

ব্যাকুল হইয়ে ডাক মার কাছে,
মা দেখে বিষয় রস যাবে ঘু'চে
জোর কর তাঁরে তিনি যে গো মা।
ঘুড়ি কিনিবার পয়সার তরে
ছেলে মাকে ধরে, আগে রাগ করে,
কাঁদিলে, দেখ মা শেষে দেন তা ॥ ১৫৩

১২৯

অহঙ্কার হয় তমোগুণ থেকে
এই আড়ালেই ঈশ্বরকে ঢাকে
শরীর ঐশ্বর্য্য কিছুই না থাকে
দেহৈশ্বর্য্যাদির অহঙ্কার বৃথা।
দুর্গা প্রতিমার সাজ গোজ দেখে
একটা মাতাল বলেছিল ডেকে
"মা! তুমি যতই সাজনা, তোমাকে
ফেলে দিবে কাল" ঠিক বটে কথা॥ ১৪৫

১৩০

অহঙ্কার, নিদ্রা, অধিক ভোজন
ক্রোধ আদি তমোগুণীর লক্ষণ,
রজোগুণী বেশী কাজে নিমগন
পূজা করে চেলি গরদ পরে—
কাপড় পোষাক বাড়ী ফিট ফাট
সত্ত্বগুণীদের নাই কোন আট,
শান্ত শিষ্ট, নাই সজ্জাদির ঠাট
ধ্যান ধারণাদি গোপনে করে॥ ১৫৪

১৩১

সংসার আসক্ত জীব মৃত্যুকালে
সুধু সংসারের কথাই সে বলে।

বাহিরে জপিলে মালা, তীর্থে গেলে
কি হবে ? সংসার আসক্তি যে মূলে—
অন্তিমে তাহাই বেরিয়ে পড়ে।
মৃত্যুকালে বলে আবোল তাবোল
আসেনা সেকালে মুখে হরিবোল।
সহজ বেলায় রাধাকৃষ্ণ বোল
ক'রে শুক পাখী, কিন্তু নিজ বোল—
"ক্যা ক্যা" করে যবে বিড়ালে ধরে ॥ ১৫৫

১৩২

জীব ভগবানে চিন্তা বটে করে,
ভু'লে গিয়ে মজে আবার সংসারে।
যেমন নাইয়ে দিলে গজবরে
ধূলি ও কর্দ্দম তখনি মাখে।
কিন্তু হাতী শুচি থাকে আস্তাবলে
নাওয়াইবা মাত্র ঢুকাতে পারিলে।
জীব ভগবানে স্মরিয়া মরিলে
তেমনি বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকে ॥ ১৫৬

১৩৩

ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই তাই এত
কর্ম্ম ভোগ জীব করে নানা মত
নৈলে জীব তাঁরে স্মরি' কি ভুগিত ?
লোকে বলে গঙ্গাস্নানের কালে—

তব পাপগুলি তোমারে ছাড়িয়ে
থাকে গঙ্গাতীরে তরুতে বসিয়ে,
যেই তুমি উঠ স্নানটি করিয়ে
অমনি সেগুলি পুনঃ ঘাড়ে ঝোলে ॥ ঐ

১৩৪

তাঁহাকে মা বলা ইহা খুব ভাল
বাপ হ'তে মার অধিক টান।
মায়ের সম্পত্তি জোর করি নিলে
মা নারেন শাস্তি করিতে দান ॥ ১৬০

১৩৫

লোক সঙ্গে যবে বাহিরে মিশিবে
হিন্দু খৃষ্টানাদি ভেদ উপেক্ষিবে
দ্বেষ ছাড়ি' সবে ভালই বাসিবে
শান্তি লবে ঘরে স্ব স্ব রূপ দেখে।
মাঠে যবে গরু চরায় রাখাল
মিলে এক হ'য়ে হয় এক পাল
ফিরে ভিন্ন হ'য়ে হ'লে সন্ধ্যাকাল
ঘরে আপনাতে আপনি থাকে ॥ ১৬৩

ত্রয়োদশ খণ্ড।

১৩৬

ঈশ্বরানুভূতি নাহি হ'লে লাভ
হয়নাকো ভাব কিম্বা মহাভাব।
সুগভীর জল থেকে মাছ এলে
জলটা নড়েই—করে গো আবার
বড় মাছ্ হ'লে জল তোলপাড়,
তাই ভেবে লোক হাসে কাঁদে বলে ॥ ১৬৮

১৩৭

কর্ম্ম চাই তবে দরশন মিলে
পানাপুকুরের জল না মরা'লে
জল দরশন নহেত সম্ভব।
ভক্তি নাহি হয় কর্ম্ম না করিলে;
ঈশ্বর দর্শন তাও নাহি মিলে
কর্ম্ম ধ্যান জপাদি এসব ॥ ১৬৯

১৩৮

কি হইবে শুধু করিয়ে বিচার,
আগে চেষ্টা কর তাঁকে লভিবার।
কিছু কর্ম্ম কর গুরুবাক্য মানি।
গুরু না থাকেন তাঁহাকে কাতরে
করহ প্রার্থনা, তিনিই অন্তরে
জানা'য়ে দিবেন কেমন গো তিনি ॥ ঐ

১৩৯

বই পড়ে শুধু কি হইবে বল
(শুনিবে একটা শুধু কোলাহল)—
যতক্ষণ হাটে না পৌঁছে, কেবল
দূরে হো হো শব্দ শুনে অবিরত।
স্পষ্ট দেখে শুনে হাটে পঁহুছিলে
আলু লও, দাম দেও ইহা বলে।
দূরে সিন্ধু হো হো করে ; কাছে গেলে
দেখিবে জাহাজ ঢেউ কত ॥ ঐ

১৪০

বড় বাবু সহ কথা দরকার—
তাঁর কয়টা বাড়ী, বাগানাদি আর
কি হবে তা জেনে, চাকরেরা তাঁর
দাঁড়াইতেই মারে, খবর ত দূর।
কিন্তু তাঁর কাছে কোনরূপে গেলে
ধাক্কা খেয়ে কিম্বা ডিঙ্গিয়ে দেওয়ালে
তিনিই ক'বেন ভৃত্যেরা তা'হলে
সেলাম করিবে বলিয়ে হুজুর ॥ ১৭০

১৪১

ওগো তিনি শুধু আছেন এ ব'লে
বিফল হইবে বসিয়ে থাকিলে—
বড় মাছ আছে পুকুরের জলে
বসে থেকে তাহা পাবে কি করে ?

চার ফেল, ক্রমে জল নেড়ে তবে
আসিবে সে মাছ দেখে হর্ষ হবে। ১৭০
রাজাকে দেখিবে? পার হও তবে
সাতটি দেউড়ি, তবে দেখা পাবে
রাজা আছে সাত দেউড়ি পরে ॥ ১৭১

১৪২

মন থেকে গেলে কামিনী কাঞ্চন
ঠিক ঈশ্বরাভিমুখ হয় মন—
মুক্ত হয়; বদ্ধ হয় ভুল্লে তাঁরে।
নিক্তি নিম্ন কাঁটা কবে হয়ে কাত
উচ্চ কাঁটা হ'তে হয় গো তফাৎ?
নারী হেম যবে বাটীতে পড়ে ॥ ১৬২

১৪৩

কাম ক্রোধ আদি রিপুগণ সহ
যুঝিতে তোমার হবে অহরহঃ,
কেল্লারূপ গেহ মাঝে তাই রহ,
কেল্লা থেকে যুদ্ধ করাই ভাল।
থাকিও ঝড়ের হাওয়ায় যেখানে যবে যাবে নিয়ে
ভাল মন্দ স্থান মনে না ভাবিয়ে
সেখানে সন্তোষে কাটাবে কাল ॥ ১৭৩

১৪৪

বেদান্ত বিচারে মায়ার সংসার,
আত্মা সাক্ষীমাত্র তিন অবস্থার;

স্বপ্ন জাগরণ দুই তুল্য তার,
তাই কোন জ্ঞানী একটি চাষার
ছেলের মৃত্যুতে সে কাঁদে নাই।
কেন কাঁদে নাই জিজ্ঞাসা করাতে
বলিল সে, দেখ মোর কাল রেতে
ছিল সাত ছেলে দেখিনু স্বপ্নেতে,
এবে ভাবি সেই সাতটি জন্মেতে
কাঁদি কি ? এটির তরে (তবে) কাঁদি ভাই ॥ ১৭৯

১৪৫

জ্ঞানী দেখে সব(ই) স্বপন অলীক
ভক্ত দেখে সব অবস্থাই ঠিক।
খেতে ঘাস বাছে যে গরু অধিক
সেই দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক —
জ্ঞানী দুধ দেয় সেরূপ করে।
খাইতে যে গরু বাছেনা মোটেই
হুড় হুড় করে দুধ দেয় সেই
এ ভক্ত ; কি বল এরূপ দুধেই
গন্ধ হয় ? তাহা হয় বটে, তাই
আউটাতে হয়—জ্ঞানাগ্নি পরে ॥ ১৮১

১৪৬

ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল
অকার উকার মকারই বল ।

আমি বলি এর উপমার স্থল
    ঘণ্টার টংশব্দ—ট-অ-অ-ম্-ম্।
লীলা থেকে নিত্যে-স্থূল সূক্ষ্ম হ'তে
কারণ হ'তেও মহাকারণে তে
জাগ্রৎ স্বপন সুষুপ্তি হইতে
    চতুর্থ তুরীয়ে লয় একদম ॥
আবার যে ঐ ঘণ্টা বাজিল
গুরুদ্রব্য যেন সমুদ্রে পড়িল
আবার তরঙ্গ আরম্ভ হইল
    লীলার আরম্ভ হ'ল নিত্য হ'তে।
মহাকারণ হ'তে হইল বাহির
স্থূল সূক্ষ্ম আর কারণ শরীর
আরম্ভ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির
হইল তুরীয় হ'তে; জলধির
    ঢেউ পুনঃ যেয়ে মিশিল তাহাতে ॥ ১৮১

১৪৭

একবার যদি ব্রহ্মানন্দ পায়
ইন্দ্রিয়ের সুখে সেকি আর ধায়?
বাদুলে পোকা কি অন্ধকারে যায়
    যদি একবার দেখে সে আলো?
আহা সে আনন্দ বুঝাব কিরূপে?
নানারূপ ধরি' সীতার সমীপে
গেছিল রাবণ, কিন্তু রামরূপে

যায়নি কখন ; হৃদি রামরূপে
ভরিলে ভোগেচ্ছা জাগিত না ভাল ॥ ১৮২

১৪৮

কর খাঁটি ভক্তসমীপে হাজার
'স্বপ্নবৎ' বলি বেদান্ত বিচার,
তার ভক্তি কিন্তু নাহি যাইবার
ঘূরে ফিরে রবে একটুকু মূল।
শিব অংশে জ্ঞানী, বিষ্ণু অংশে হয়
লোক ভক্ত ; এই ভক্তি গিয়ে ক্ষয়
বিন্দু থাকিলেও তাহাতেই জয়
কণা মুষলেই গেল যদুকুল ॥

১৪৯

শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার
সাক্ষীমাত্র তিনি ; সৃষ্টি স্থিতি আর
লয় কার্য্য যবে ভাবিগো আবার
তখন তাঁহারে ঈশ্বর কই।
শুদ্ধাত্মা কিরূপ ? যেমন চুম্বক
দূরে আছে কিন্তু নড়ে সূচীমুখ—
চুপ ক'রে আছে সে চুম্বকটুক্
সে যে গো নিষ্ক্রিয় তাঁর ক্রিয়া কৈ ? ১৮

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

১৫১

অনন্ত হউন তিনি তবু হন অবতার
প্রেম ভক্তি পাই তাঁর পাশে।
শিং লেজ ঠ্যাং ছুঁলে গরুকেই ছোঁয়া হয়
দুধ কিন্তু বাঁট দিয়ে আসে॥ ১৯২

১৫২

তাঁর সব ধারণা কে করিবে কাজইবা কি
আশা মিটে অবতার দেখি।
আসিন্ধু গোমুখী সব না ছুঁয়ে এক ঘাটে
ছুঁলে গঙ্গা ছোঁয়া হয় নাকি? ঐ

১৫৩

সর্ব্বত্রই অগ্নিতত্ব আছে কিন্তু কাঠে বেশী
নরেই তত্ব বেশী তাঁর।
যেনরে উর্জ্জিতা ভক্তি দেখিবে, সেনরে জেনো
হয়েছেন তিনি অবতার॥ ১৯২

১৫৪

এ মনের এ বুদ্ধির গোচর নহেত তিনি
কিন্তু ত্যজি কামিনী কাঞ্চন
মন বুদ্ধি শুদ্ধ হ'লে মন বুদ্ধি এক হয়
সে মনের গোচর তখন॥ ১৯৩

১৫৫

শাস্ত্র তাঁকে পাইবার কেবল উপায় বলে
আর কিবা প্রয়োজন তার।
কেহ যদি লেখে কিছু পাঠাতে তা'পড়া হ'লে
সে পত্রে কি প্রয়োজন আর ? ১৯৬

১৫৬

কি হবে পাণ্ডিত্যে শুধু ? (শাস্ত্রমাঝে তাঁরে কিগো
পাবে, শাস্ত্রমতে না চলিলে ?)
বিশ আড়া জল দেখ পাঁজীতে লিখেছে কিন্তু
পাঁজী টিপে ফোঁটাও না মিলে ॥ ১৯৭

১৫৭

খুব লম্বা লম্বা কথা পণ্ডিতেরা বলে কিন্তু
দৃষ্টি বদ্ধ কামিনী কাঞ্চনে
শকুনি উচুতে উড়ে নজর ভাগাড়ে তার
খোঁজে শুধু মরা কোন খানে ॥ ১৯৭

১৫৮

তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি রেখে যে সংসার করে
সেত ধন্য—বীর বলি তারে।
যেমন তুমন বোঝা নিয়ে মুটে রঙ্গ দেখে
খুব শক্তি না হ'লে কি পারে ?
যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে
একটুও পাঁক নাহি লাগে।
পানকৌড়ি সদা জলে ডুব মারে কিন্তু পাখা
ঝাড়িলেই জল নাহি থাকে ॥ ২১৩

১৫৯

জ্ঞানীও সংসারে যদি কামিনী কাঞ্চন মাঝে
থাকে, তবে তারো আছে ভয়।
হাজার সেয়ানা হও থাকিলে কাজল ঘরে
কিছু কালি লাগিবে নিশ্চয়।
মাখন তুলিয়ে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখে
সে মাখন নষ্ট নাহি হয়।
ঘোলের হাঁড়িতে যদি সে মাখন তুলে রাখ
থাকে কিনা থাকে তা' সংশয়॥ ২১৪

১৬০

দু'চারটা ভাঙ্গা খই খোলা থেকে ছুটে পড়ে
সে খই মল্লিকা ফুল যেন।
যেগুলি খোলায় থাকে সেও বেশ খই তবে
কিছু দাগ ধরে লাল্‌চে হেন।
সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগী মল্লিকা ফুলের মত
হয় যদি জ্ঞান লাভ করে।
জ্ঞান লভি থাকে যদি সংসার খোলায় তবে
কিছু দাগ ধরিতেও পারে॥ ২১৪

১৬২

ভক্তি মেয়ে মানুষটি তাই সে যাইতে পারে
অন্তঃপুর অবধি অবাধে।
জ্ঞান যে পুরুষ লোক তাই সে বাহির বাড়ী
পর্য্যন্ত যাইয়ে গতিরোধে॥ ২১৫

১৬৩

জানেনা যে ঠিক পথ কিন্তু ভক্তি আছে তাঁয়
ভক্তিতেই সে লভে তাঁহারে।
না জেনে পুরীর পথ যে চলে, অবশ্য কেহ
ঠিক পথ বলে দেয় তারে ॥ ২১৫

১৬৪

তিনি নিরাকার পুনঃ তিনিই সাকার যে গো
সবই পারেন হ'তে তিনি।
একটি লোকের ছিল রঙ্গের গামলা এক
শুন তার বিচিত্র কাহিনী।
লাল নীল পীত আদি যে যে রঙ্গে ছোপাইতে
ধূতি নিয়ে তার কাছে যেত
গামলার অধিকারী সেই এক গামলাতেই
সেই রঙ্গে ছোপাইয়া দিত ॥ ২১৬

১৬৫

রিপুত যাবেনা তাই, দেও মোরে ফিরাইয়ে
তাঁর দিকে, তাঁয় কর রতি।
"কি ! আমার পাপ" বলি রাগ কর লোভ তাঁয়
তাঁর রূপে মুগ্ধ হও অতি ॥ ২২০

১৬৬

তাঁর পদে ভক্তি হ'লে ইন্দ্রিয় সংযম আর
রিপুবশ হয় নিজ হ'তে।

পুত্রশোক হ'লে কারো তখন সে পারে কি গো
কার সঙ্গে ঝগড়া করিতে? ২২১

১৬৭

অনেকেই মনে করে থাকে
বই না পড়িলে বুঝি হয়নাকো জ্ঞান বিদ্যা
কিন্তু শুনা ভাল পড়া থেকে
শুনা হ'তে দেখা অতিরেক,
কালীর বিষয় পড়া কালী কথা শুনা, আর
কালী দেখা তফাৎ অনেক ॥ ২২২

১৬৮

সংসারের দোষগুণ সংসারী বোঝেনা তত
ত্যাগী সাধু বোঝেন যেমন।
দাবার উপর চাল দর্শকেরা যত দেখে
খেলোয়াড় দেখে না তেমন ॥ ২২৩

১৬৯

ইংরেজি বিজ্ঞান শাস্ত্রে লেখে নাই অবতার
বিজ্ঞানী তা কেমনে জানিরে?
দেখিয়াও যদি কেহ বলে এসে—"ও পাড়ায়
ভাঙ্গিছে একটা বাড়ী" তবে
যাহারা সংবাদপত্র পড়ে
তাহারা সংবাদপত্রে সে সংবাদ না থাকিলে
বিশ্বাস করিতে কি গো পারে? ২২৪

১৭০

সংসারী যতটা পারে মনে অনাসক্ত থেকে
স্ত্রীলোকের সঙ্গেতে থাকিবে।
দু'একটি ছেলে হ'লে ভাই বোন সম দোঁহে
থেকে নিত্য তাঁহাকে ডাকিবে ॥ ২২৭

১৭১

সাকার কি নিরাকার যে পথেই যাও তাঁরে
পাবে অন্তর্য্যামী যে গো তিনি।
সিধা কিম্বা আড় করে মিছরির রুটি খাও
মিষ্ট তাহা লাগিবে তখনি ॥ ২২৮

ষোড়শ খণ্ড।

১৭২

সর্ব্বত্র আছেন তিনি, তবু হন অবতার
নৈলে তৃষ্ণা জীবের না মিটে।
লেজে শিঙ্গে পাবে ছুঁলে গরু ছুঁয়া হওয়া বটে
দুধ কিন্তু মিলে শুধু বাঁটে ॥ ২৩৫

১৭৩

গম্ভীর লোকের ভাব কেহই পায় না টের—
হাতী যদি নামে ডোবা জলে।
তোলপাড় হয় তবে, সায়ের দিঘিতে কিন্তু
কেহ টের পায় না নামিলে ॥ ২৩৮

সপ্তদশ খণ্ড।

১৭৪

মূর্খও জ্ঞানের কথা　　বলে তাঁর কৃপাবলে
অক্ষয় সে জ্ঞানের ভাণ্ডার।
কয়াল মাপে যে ধান,　　ফুরালেই একজন
ধান্যরাশি কাছে দেয় তার ॥ ২৪৭

১৭৫

"আমি কর্ত্তা আমি কর্ত্তা"　　জীবের এ অভিমান
জন্মে শুধু অজ্ঞানতা হ'তে।
মূলে তাঁর শক্তিতেই　　সবে কিন্তু শক্তিমান্—
ঠিক যেন আগুনের তাতে
আলু মূলা পটলাদি　　লাফায় চুলার 'পরে
সব চুপ কাঠ টেনে নিলে
কিম্বা বাজিকর হাতে　　পুতুল নাচে গো যেন
চুপ হাত হইতে পড়িলে ॥ ২৫১

১৭৬

চাইনা কিছুই আমি　　আর মম প্রয়োজন
নাই নাই নাই কিছুতেই।
কেবলি তোমারে মোর　　ভাল লাগে শুধু শুধু
অহৈতুকী ভক্তি ঠিক এই ॥ ২৫২

অষ্টাদশ খণ্ড।

১৭৭

প্রথমে অজ্ঞান নাশি' জ্ঞান দ্বারা দোঁহা পরে
হও পার; তবে পাবে তাঁকে।
কাঁটা দিয়া যথা আগে পায়ের কাঁটাটি তুলি
শেষে দোঁহে ফেলে দেয় লোকে ॥ ২৫৭

১৭৮

জ্ঞানাজ্ঞান দুই গেলে, নিত্য শুদ্ধ বোধরূপ
মাত্র থাকে, কিসে তা বুঝাই।
স্বামী এলে কি আনন্দ কেমনে বুঝিবে সে গো
যে মেয়ের স্বামী হয় নাই ॥ ২৫৮

১৭৯

এ ব্রহ্ম যে কি জিনিষ মুখে তা যায়না বলা
হ'ল সব উচ্ছিষ্ট মহীতে।
উচ্ছিষ্ট হননি মাত্র এক ব্রহ্ম—মুখে কেহ
ব্রহ্ম যে কি পারেনি বলিতে ॥ ২৫৮

১৮০

দর্শন বিচার করি' কি ফল হইবে তব ?
যত্ন কর ভক্তি যাতে পাও।
কত গাছ কত ডাল বাগে তা' কি হবে গণি'
আম খাবে, আম খেয়ে যাও ॥ ২৫৯

১৮১

পঞ্চভূতে স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ চিত্তবুদ্ধি—
অহঙ্কার আর নিয়ে মন।
তাঁহার ভজনানন্দ যে দেহে কারণ তাহা
সর্ব্বাতীত সে মহাকারণ ॥ ২৬০

১৮২

কি হবে কেবল শুনে নিজে কিছু কাজ কর
সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলেই নেশা
হয় কিনা খেলে সিদ্ধি চিনে কি কেমন সূচ
যে না করে সূতার ব্যবসা ॥ ২৬০

১৮৩

যখন তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে, শুধু
ভক্তিই যাচিবে তাঁর পায়ে।
তাঁহাতে থাকিলে ভক্তি শূকরভোজীও ধন্য
অভক্ত হবিষ্যভোজী চেয়ে ॥ ২৬১

১৮৪

তাঁর পায়ে মন রেখে করিলে সংসার ধর্ম্ম
কিছু মাত্র দোষ নাহি তায়।
যার পিঠে ফোড়া থাকে সে যেমন কাজ করে
মন সদা রাখি সে ফোড়ায় ॥ ২৬২
সংসারেও তাঁরে রাখ মনে
নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ করে যথা
মন রেখে উপপতি পানে ॥ ২৬২

১৮৫

মৃত্যুপরে কি হইবে আত্মা যাবে কোন্ লোকে
এ সব না চিন্তি' ভাব তাঁরে।
তিথি ঋক্ষাদির কিছু খবর না রেখে যথা
হনূ নিত্য চিন্তেন রামেরে ॥ ২৬২

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ভাগ।

(তৃতীয় সংস্করণ)

প্রথম খণ্ড।

১৮৬

ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়
তাঁতে মগ্ন হবে ধ্যানকালে। (৬)
উপরে উপরে শুধু ভাসিয়ে বেড়ালে কিগো
জলের নীচের রত্ন মিলে? (১০)

১৮৭

হৃদয়মন্দিরে আগে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা কর
তারপরে বক্তৃতাদি হবে।
বিবেক বৈরাগ্য নাই শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলা
কি হবে ও ফাঁকা শব্দরবে? ১০

১৮৮

সাধন ভজন নাই বিবেগ বৈরাগ্য নাই
কথা শিখে অমনি লেক্‌চার!
ডুব দিয়ে রত্ন তোল পরে অন্যকাজ, কিন্তু
ডুব দিতে অনিচ্ছা সবার॥ ১১

১৮৯

ওরে সাধু সাবধান! সাধুর স্ত্রীলোক হ'তে
নিয়ত থাকিতে হয় দূরে।
ওখানে সকলে ডুবে ব্রহ্মাবিষ্ণু আদি সবে
খাবি খাচ্ছে ওইখানে পড়ে॥ ১৬

১৯০

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সবে কি ধরিতে পারে
কিন্তু নিত্যে উঠিয়ে লীলায়
থাকে যে বিলাস হেতু তার ভক্তি পাকা ভক্তি
তাঁরে দেখে সব বলা যায়॥ ১৮

১৯১

নামের মাহাত্ম্য খুব আছে বটে, কিন্তু তবু
অনুরাগ নহিলে কি হয়।
বিছে কি ডাকুর দংশ ঘুঁটের ভাবরা বিনা
শুধু মন্ত্রে সারিবার নয়॥ ২০

১৯২

কয়েকটি অন্ধ যথা হাতী দেখি হাতায়ে—
কেহ বলে হাতী ঠিক জালা যেন ঢাকায়ে।
কেহ বলে চাম যেন কেহ বলে কুলাও
তাঁর কথা বলে হেন অজ্ঞানন্ধে শুনাও॥ ২১

১৯৩

হোমা পাখী ডিম পাড়ে নভে, তাহা ছুটিয়া,
পড়িতে পড়িতে পথি মাঝে যায় ফুটিয়া।

তখন বাচ্চাই পড়ে, ক্রমে চোক ফুটিলে
বুঝে সে হইবে চূর্ণ ভূমিতলে পড়িলে
অমনি সে মার পানে—উর্দ্ধে হয় উধাও
সংসার না ছুঁয়ে তাঁহে ধায় নিত্য সিদ্ধত্ত ॥ ২৪

১৯৪

সুপিতার উত্তম তনয়
কেন না হইবে বল, ওল ভাল হ'লে তার
মুখিটীও উত্তমই হয় ॥
ঘোর বিষয়ীর ঘরে জনমে হরির ভক্ত
ইথেও আশ্চর্য্য কিছু নাই।
বিষ্ঠাকুড়ে ছোলা যদি, পড়ে, তবে গাছ হয়ে
সেখানেও জনমে ছোলাই ॥ ২৪

১৯৫

সংসারীরা হরি বলে বাহাদুরি আছে তাতে
জনক নৃপতি বাহাদুর।
ঘুরা'ত কর্ম্ম ও জ্ঞান— দুই খানি অসি রাজা
কর্ম্মীপুনঃ পূর্ণজ্ঞানে ভোর ॥ ২৭

১ ৬

সাধুসঙ্গ দরকার সাধুরা তাঁহার কাছে
নিয়ে দেখা পারেন করাতে
রেলের এঞ্জিন যথা পেছনে লাগান বহু
গাড়ী টেনে নিয়ে যায় সাথে ॥ ২৭

তৃতীয় খণ্ড।

১৯৭

তিনি যন্ত্রী যন্ত্র আমি এ জ্ঞান হয়েছে যার
সৎকর্ম্ম তাই, সে যা করে
ঈশ্বরের 'পরে তার এত গাঢ় ভালবাসা
পা কখনো বেতালে না পড়ে ॥ ২৯

১৯৮

প্রেমের লক্ষণ দুটি প্রণবে জগৎ ভুল
হয়ে যাবে প্রেমিক জনের।
দ্বিতীয় নিজের দেহ এত প্রিয় তবু তাহে
মমতা না থাকে ক্ষণেকের ॥ ৩২

১৯৯

বিবেকাদি হয় যার বুঝিবে সে তাঁর দেখা
পাবে শীঘ্র, যে ভৃত্যের বাড়ী
যাবে বলে বাবু নিজে পাঠান গালিচা আদি
বাবু তথা যান শীঘ্র করি ॥ ৩২

২০০

ভাবমত লাভ হয়— দুই বন্ধু বাহিরিলা
একজন গেল বেশ্যালয়।
অন্যে শুনে ভাগবৎ, কিছু পরে দোহাকার
মনোভাব হ'ল বিনিময়।

বেশ্যাগামী ভাবে হায় কেন ভাগবৎ ছাড়ি
আসিয়াছি আমি এ নরকে ?
এথা ভাগবৎ-শ্রোতা ভাবে হায় বেশ্যালয়ে
গেলে থাকিতাম কত সুখে।
দোহার মৃত্যুর পরে বেশ্যাগামী গেল স্বর্গে
ভাগবৎ-শ্রোতা সে নরকে।
বিভু শুধু মনোভাব দেখে মাত্র, নাহি দেখে
কে কি করে কোথায় থাকে॥ ৩৪

২০১

চাতক নীচুতে থাকে কিন্তু খুব উর্দ্ধে উঠে—
নীচ হ'লে উঁচু হওয়া যায়।
উচু জমী শস্যশূন্য— শস্য নীচু জমিতেই—
যে জমিতে সলিল দাঁড়ায়॥ ৩৫

২০২

কষ্ট করিয়াও লোকে করিবে সাধুর সঙ্গ
সেথা তাঁর নাম লওয়া হবে
দাঁড়ে বসিয়াই পাখী রাম রাম বলে মুখে
বনে গেলে ডাকে ক্যা ক্যা রবে॥ ৩৫

২০৩

ঘর অন্ধকার রাখা দৈন্যের লক্ষণ, তাই
হৃদি-গৃহ রেখোনা আঁধার।
জ্বালাও জ্ঞানের আলো— জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে
মুখ দেখ ব্রহ্মময়ী মার॥ ৩৫

২০৪

পরাত্মায় ও জীবাত্মায় সর্ব্বজীবে আছে যোগ
তাই জ্ঞানী হ'তে পারে সবে।
সর্ব্বত্র গ্যাসের নল খাটান রয়েছে, চাও
গ্যাসের আফিসে আলো, পাবে ॥ ৩৫

২০৫

চৈতন্য হয়েছে যার সে ঈশ্বর কথা বই
বলেনা শুনেনা অন্য কথা।
সপ্তসিন্ধু-জলপূর্ণ কিন্তু বৃষ্টি-জল ছাড়া
চাতক কখনো খাবে না তা ॥ ৩৫

২০৬

অনুরাগাঞ্জন যদি চোখেতে লাগাও তবে
চারিদিকে দেখিবে তাঁহাকে।
ভেক মুণ্ড পুড়ি তার কাজল নয়নে দিলে
চারিদিক সর্পময় দেখে ॥ ৩৭

২০৭

কামিনী কাঞ্চনে মগ্ন বদ্ধ জীব—তাকে নিয়ে
কি মহৎ কাজ হবে কহ।
কাকের ঠোক্‌রান আম লাগেনা ঠাকুর ভোগে
নিজেরও খাইতে সন্দেহ ॥ ৩৭

২০৮

বদ্ধজীব ঠিক যেন গুটিপোকা, ইচ্ছা হ'লে
গুটি কেটে পারে বাহিরিতে।
কিন্তু সে তৈয়ারি ঘর ছাড়িতে জনমে মায়া,
শেষে ঘটে মৃত্যুই তাহাতে॥
দু' একটা গুটিপোকা সে যত্নের গুটিঘর
কেটে যথা আসে বাহিরিয়া।
যারা মুক্তজীব তারা কামিনী কাঞ্চনে তথা
নাহি থাকে আবদ্ধ হইয়া॥ ৩৭

২০৯

মায়াতে ভুলায়ে রাখে, দু' এক জনের জ্ঞান
হয়, তারা মায়ায় ভোলেনা।
আঁতুড় ঘরের ধূল হাঁড়ির খোলা যে পায়ে
পরে, তার ভেলকি লাগেনা॥ ৩৭

২১০

সাধনেতে সিদ্ধ আর কৃপাসিদ্ধ দুই থাক—
কেউ কষ্টে জল সেচে ক্ষেতে।
সেচিতে হয় না কারো, বৃষ্টিজলে ভেসে যায়,
কিছু কষ্ট হয় না তাহাতে॥ ৩৭

২১১

বিষয়ীর রোক নাই— করেনা সুদীর্ঘ চেষ্টা,
হোলো হোলো না হোলো না হোলো।

জলের নিমিত্ত কূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেথা
বালি কি পাথর বাহিরিল।
অমনি সেখান ছাড়ি' লেগে গেল অন্যস্থানে,
এরূপে কে জল পায় কবে ?
খুঁড়িতে প্রথমারম্ভ যেখানে করেছ, সেথা
খুঁড়িলে তবে ত জল পাবে ॥ ৩৯

২১২

বিচার করিতে গেলে যাকে আমি আমি কর
দেখিবে সে নহে আত্মা বই।
বিচার করত তুমি শরীর না হাত মাংস ?
কিছুতনা ; তবোপাধি নাই ॥ ৪০

২১৩

সব হয়েছেন তিনি— তবে মানুষেই বটে
অধিক প্রকাশ তিনি পান।
শুদ্ধসত্ত্ব শিশুসম যেথা হাসে নাচে গায়
সেখানেই তিনি বর্ত্তমান ॥ ৪০

২১৪

গৃহ পরিবার ছেলে অনিত্য এ সকলই
দু'দিনের তরে এ কেবল।
তাল গাছটাই সত্য দু' একটা তাল খ'সে
পাড়ে, তাতে কিবা দুঃখ বল ॥ ৪১

২১৫

এ সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম করিতেই শুধু
এইখানে সকলের আসা।
যেমন দেশেতে বাড়ী কিন্তু কর্ম্ম করে লোক
কলিকাতা গিয়ে করি' বাসা॥ ৪২

২১৬

কিছু কর্ম্ম দরকার— তা সাধনা,—তাড়াতাড়ি
নিতে হয় কর্ম্ম শেষ করি'।
স্যাকরা হাপর পাখা চোঙ দিয়ে হাওয়া করি'
সোণা যথা গালে তাড়াতাড়ি॥ ৪২

২১৭

তাঁর নামবীজে খুব শক্তি, তা অবিদ্যানাশে
এত মৃদু বীজেও অঙ্কুর।
তবু দেখ শক্ত মাটি ভেদ করি' উঠে তাহা—
মাটি ফেটে হয় চূর চূর॥ ৪২

চতুর্থ খণ্ড।

২১৮

অভিমান ত্যাগ করা সোজা নয় কভু
হাজার বিচার কর ফিরে আসে তবু।
পাঁঠাটা গিয়েছে কাটা তবু অঙ্গ নড়ে,
দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গেছে তবু বুক কাঁপে ডরে॥ ৪৩

২১৯

যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ নাহি হয়,
ততক্ষণ আমরা স্বাধীন মনে লয়।
এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হ'লে
বাড়িত পাপ, না ভয় হত পাপ ব'লে॥ ৪৪

২২০

তাঁহাকে দেখিতে হ'লে সাধুসঙ্গ ধর
নতুবা দর্শন আশা কি রকমে কর?
বৈদ্যসহ বহুদিন না ঘুরিলে হায়
কফপিত্তবায়ু নাড়ী চিনা কিগো যায়।
শিখে যে থাকিয়া সূত্রব্যবসায়ী পাশে,
চিনে সেই সূতার নম্বর অনায়াসে॥ ৪৫

পঞ্চম খণ্ড।

২২১

প্রেমিক ভকত তাঁর সকল প্রকার
রূপ মানে; কিন্তু ভজে এক মূর্ত্তি তাঁর।
কি রকম জান? যথা বধূটি বাড়ীর
দেওর ভাসুর দাদা শ্বশুর স্বামীর—
সকলের সেবা করে দেয় পিঁড়ি জল
কিন্তু স্বামীসহ অন্য সম্বন্ধ কেবল॥ ৫২

২২২

সপ্রেম ভক্তিতে দুটি ভাব থাকে সদা ;
অহংতা মমতা আর—ভাবিত যশোদা
আমার গোপাল—এই আমার যে জ্ঞান
এইটি মমতা ; পুনঃ যশোদার ধ্যান
ছিল নিত্য, আমি না দেখিলে আহা আর
কৃষ্ণে কে দেখিবে ?—এটি অহংতা তাঁহার ॥ ৫২

ষষ্ঠ খণ্ড।

২২৩

আমার হবে না জ্ঞান কেহ মনে করে—
গুরুর কৃপায় কিন্তু সব হ'তে পারে।
পূর্ণগর্ভা ব্যাঘ্রী এক মেষপালে গিয়ে
প্রসবি' মরিল, ছানা সেখানে থাকিয়ে
বড় হল ঘাস খেয়ে, ভ্যা ভ্যা রবে ডাকে।
একদিন অন্য বাঘ দেখিয়ে তাহাকে
ধরে নিয়ে মুখচ্ছায়া দেখাইল জলে !
মুখে তার মাংস দিল গুঁজিয়া সবলে।
সে যে বাঘ—মেষ নহে বুঝিল সেকালে
স্ব স্বরূপ বুঝে হেন গুরুকৃপা-বলে ॥ ৫৮

২২৪

কেরাণীর জেল হ'লে জেল খেটে পরে
কেবলই নাহি নাচে—পুনঃ কাজ করে।

গুরুর কৃপায় জ্ঞান লাভ করি পরে
জীবন্মুক্ত হ'য়ে পার থাকিতে সংসারে ॥ ৫৯

সপ্তম খণ্ড।

২২৫

কেহ দৃঢ় তপ করি জীবে দয়া করে
যদি, তবে বহুলোক অল্পায়াসে তরে।
একজন যদি অগ্নি জ্বালে বহু ক্লেশে
অনেকে পোহায় সেই অগ্নি অনায়াসে ॥ ৬৭

২২৬

জ্ঞান ভক্তি দুটি পথ—ভক্তি পথে তার
অধিক আচার চাই ; যদি অনাচারে
জ্ঞানী করে জ্ঞানানলে ভস্ম হয় তাও
তীব্রাগ্নিতে পু'ড়ে যায় কলাগাছটাও ॥ ঐ

২২৭

অধিক বিচারে আসে নাস্তিক্যও কভু
ভক্ত কিন্তু তাঁর চিন্তা নাহি ছাড়ে তবু।
যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে,
হাজাশুকা বৎসরেও চাষ সে না ছাড়ে ॥ ঐ

অষ্টম খণ্ড।

হয়না নির্জ্জন নৈলে তাঁহার ভাবনা।
সোণা গেলে পরে তায় গড়াবো গয়না,
সে সোণা গালিতে তাকে যদি বারে বারে
কেমনে গলাব তবে ?—তাই আগে তাঁরে ৬৮
নির্জ্জনে লভিয়া, পরে যাও সংসারেতে—
আগে বুড়ী ছুঁলে ভয় থাকে না খেলাতে॥ ৬৯

স্ত্রীলোকে আসক্তি দেয় তাঁর পথ হ'তে
বিমুখ করিয়ে ; লোক পারে না জানিতে
তাহার পতন ; কলিকাতার কেল্লায়
যে ঢোকে, বোঝে না সে যে ক্রমে নীচে যায়॥ ৭০

অনেকে নিজের স্ত্রীকে ভেবে জ্ঞানবতী
মিছামিছি মনে করে সুখে আছি অতি।
ভূতে যারে পায়, সে না বোঝে তার লেশ,
সে ভাবে আমি ত দিব্য সুখে আছি বেশ॥ ৭০

কষ্টেতে সাধন সিদ্ধ তরে, কৃপাসিদ্ধ সুখে
তরে, আর নিত্য সিদ্ধ—তার
জন্মেই চৈতন্য হয়, সাধনাদি পরে ; যথা
ফল-পরে ফুল কুমড়ার॥ ৭২

নিত্য সিদ্ধ যেন বদ্ধ ফোয়ারা ; খুলিতে এটা
ওটা মিস্ত্রী সেটাও খুলিল ;

অমনি ছুটিল জল, দেখি তার নবরাগ
সবে বলে ইহা কোথা ছিল। ৭৭

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বলেন বেদান্ত ;— কত
বাজী করে বাজীকর নিত্য—
হয় আমচারা, আম পর্য্যন্তও, কিন্তু সব
বাজী, শুধু বাজীকর সত্য ॥ ৭৭

সাধু ও পণ্ডিতে দেখ অনেক তফাৎ,
পণ্ডিত কাঞ্চন কামে হয়ে আছে মাত
পণ্ডিত শালারা এক বলে, করে আর ;
সকলি আলাদা হরিপদে মতি যাঁর ॥ ৭৫

মুহূর্ত্তেকে ছিন্ন হয় অস্টপাশ তাঁহার কৃপাতে,
দড়ির সহস্র গেরো—অন্যে যাহা পারে না খুলিতে
ছুই এক নাড়া দিয়ে খুলে ফেলে বাজীকর।
দীপ নিবামাত্র আলো হয় চির অন্ধকার ঘর ॥ ৭৮

গুরুর করুণা যদি ভাগ্যবলে হেথা লাভ হয়,
সেথা তবে বিভুপাশে সিদ্ধি লাভ হবে নিঃসংশয়।
যে পারে একাউণ্টেণ্ট পাশে চেক পাশ করাইতে,
তাহার হয় না কস্ট ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা পেতে ॥ ৭৮

দেহ আর আত্মা—তাঁরে না জানিতে
এক বলে বোধ হয় এ ছুটিতে,
তাঁকে জেনে ছুটি বিভিন্ন দেখে।

কাঁচা শুপারির ফল আর ছালে
হয়না পৃথক্, কিন্তু তা পাকিলে
আলাদা করিতে কিছু না ঠেকে ॥ ২।৮২

দেহে তোলপাড় হয় ভাব হ'লে,
কিন্তু বোঝা যায় না সেকালে,
পরে ঘটে দেহে বিবিধ উৎপাত।
দেখনা জাহাজ যায় গাঙ্গ দিয়ে—
তট কিছু না বুঝে সে সময়ে
পরে সয় তীর তরঙ্গ আঘাত ॥ ২

কুঁড়ে ঘরে হাতী করিলে প্রবেশ
করে তোলপাড়, ভেঙ্গে করে শেষ
দেহভাব হস্তী দেয় হেন ক্লেশ ;
হয় কি তা জান ? ঘরে অগ্নি লেগে
যেমন কৃতকগুলি বস্তু পুড়ে
করে ধুম কাণ্ড—তেমনি শরীরে
জ্ঞানাগ্নি প্রথমে রিপুদলে, পরে
অহংতত্ত্ব নাশি' কাণ্ড করে বেগে ॥২।৮৬

কখন পীড়িত সাধু মনে ভাবে এই বুঝি শেষ ;
কিন্তু বিভু না ছাড়েন সাধুর থাকিতে ত্রুটিলেশ।
যে, হাঁসপাতালে নাম লিখায়, দেখনি কভু তারে
থাকিতে রোগের লেশ ডাক্তার সাহেব নাহি ছাড়ে ॥ ৮৭

শিশির পাইবে বলি দেয় মালী মূলশুদ্ধ তুলে
বসোরাই গোলাপের গাছ, তাহা জান ত সকলে।
তেমনি কখনো তিনি কোন কোন সাধু মহাত্মারে
তুলে দেন গোড়াসহ অচিরেই মঙ্গলের তরে ॥ ৮৭

দু'বার হাসেন তিনি—দু'ভাইর জমি ভাগ দেখি—
(তাঁরি বিশ্ব ভাগ করে লোকে) বিভু হাসে তা' নিরখি।
আবার মুমূর্ষু পুত্র তার যবে অশ্রুতে ভাসে,
তারে আশা দেয় বৈদ্য বাঁচাবে বলি', তা' শুনি হাসে ॥ ৮৯

মায়াকে চিনিলে সে-ই লাজে যায় সরিয়ে
জনৈক দেখাচ্ছে ভয় বাঘছাল রাখিয়ে
জনৈক বলিল তাকে আমি তোকে চিনি নি ?
তুই যে হ'বে ; সে হেসে চলে গেল অমনি ॥

জ্ঞান না হ'তে যে মরে ভবে পুনর্জন্ম হয় তারি,
কুমার শুকায় রৌদ্রে দেখ নাই কাচা পাকা হাঁড়ি,
সেগুলি ভাঙ্গিলে কেহ পাকাগুলি ফেলি' কুম্ভকার
কাচাগুলি চাকে দিয়ে নব হাঁড়ি গড়ে পুনর্ব্বার ॥ ১০৮

জ্ঞানীর মরণ হ'লে পুনর্জ্জন্ম হয় না তাহার,
পাকা হাঁড়ি ভাঙ্গিলেও চাকে পুনঃ তোলেনা কুমার,
সিদ্ধধান পুতিলেও অঙ্কুর হয় না আর তার।
জ্ঞানাগ্নি সিদ্ধের জন্ম নাই, সেও মুক্ত হয়ে যায় ॥ ১০৮

দেহ সেবা, অহঙ্কার মন বুদ্ধি জল, ব্রহ্ম রবি
প্রতিভাত হন তাহে, তাই ভক্ত দেখে তাঁর ছবি।

দেহ সরা মনবুদ্ধি যেন জল, তাহে সূর্য্যরূপ
ব্রহ্ম হন প্রতিভাত, তাই ভক্ত দেখে তাঁর রূপ॥
নারিকেল বেল্লো প'ড়ে থাকে শুধু দাগটা,
তা দেখে আগে যে বেল্লো ছিল, বুঝা যায় তা। ৭৫

পোড়া দড়ি দড়ি সম দেখা যায়, কিন্তু ফুঁ
দিলে উড়ে যায়; হেন ভক্তদের রিপুও॥ ২।১০৯

জ্ঞানীর লক্ষণ, এই জ্ঞান হ'লে আর না তাঁহার
দূরস্থিত বোধ হয়, নিয়ত নিকটে দেখা যায়।
ঠিক যেন, সে সময়ে তিনি আর না থাকেন তিনি,
জ্ঞানী পাশে তিনি গিয়ে তিনিই হইয়ে যান ইনি॥
যতক্ষণ "তিনি সেথা" এ বোধ অজ্ঞান বলে তাকে;
'তিনি হেথা' এ'টি জ্ঞান,—জ্ঞান হ'লে স্থির হয় লোক।
জাহাজ মাস্তুলে বসি, পাখী গিয়ে সাগরে, চৌদিকে
উড়িয়ে না পেয়ে কূল মাস্তুলেই এসে স্থির থাকে॥ ১২২

হেথা তিনি না বুঝিয়ে অজ্ঞান তাঁহারে খোঁজে দূরে
নিশীথে লণ্ঠন নিয়ে একজন প্রতিবাসি ঘরে
গিয়ে চেয়ে ছিল অগ্নি! প্রতিবাসি তাহার লণ্ঠন
দেখায়ে ভাঙ্গিয়া ছিল ভুল যথা—ইহাও তেমন॥ ১২২

দেখ শুধু পড়া শুনা করিলে হয় না কিছু
দেখ লোকে বাজনার বোল—
মুখস্থ বলিতে বেশ তারে কিন্তু হাতে আনা
বড় শক্ত বড় গণ্ডগোল॥ ২।১২৮

সাধকের অবস্থায় হবে বেশী সাবধান,
বিশেষতঃ স্ত্রীলোক নিকটে।
ছাদে উঠিবার কালে হেলিতে দুলিতে নাই
দুর্ব্বল ত ধ'রে ধ'রে উঠে ॥ ২।১৭৫
সিদ্ধ অবস্থার কথা আলাদা—দেখিলে তাঁকে
সকলে নির্ভয় হয় বাছা।
ছাদে উঠিবার পরে অনায়াসে নাচা যায়,
সিঁড়িতে না যায় কিন্তু নাচা ॥ ২।১৭৬

আমি ও আমার এটি অজ্ঞানতা, তুমি ও তোমার
এটি জ্ঞান ;—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী এই জ্ঞান সার।
জ্ঞান হ'লে তিনি আর দূরে নন, সে সময়ে তিনি
হয়েন নিকটতম—তিনি গিয়ে হ'য়ে যান ইনি ॥ ১।১৫০
সংস্কার থাকিলে পূর্ব্ব জনমের শীঘ্র তাঁরে ভজে
খেয়েছে সে পূর্ব্ব রেতে বহু মদ ; সীতার নিশ্বাসে
আগে দগ্ধ ব'লে লঙ্কা পুড়ে ছিল হনূ অনায়াসে ॥ ১৭-
কেন কারো কারো চেষ্টা সত্ত্বেও বৈরাগ্য নাহি হয় ?
বাসনা রয়েছে মনে তাতে সব হ'য়ে যায় ক্ষয়।
ক্ষেতের চৌদিকে আল বাঁধে চাষা জল আনে তায়।
আলে যদি গর্ত্ত থাকে সে জল বাহির হ'য়ে যায় ॥ ১৮৬
শট্‌কা কল দিয়া লোকে মাছ ধরে তার বাঁশ খান
সোজা থাকিবার কথা, তবে কেন রয়েছে নোয়ান ?
মাছ ধরিবার তরে—বাসনাও মাছের মতন
তারি তরে নত মন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয় না কখন ॥ ১৮৬

দীপশিখা দেখ নাই—একটু হাওয়ায় নাড়ে তাকে।
যোগাবস্থা সেইরূপ—সেথা হাওয়া—বাসনা না থাকে ॥ ১৮৬
তুমি যদি চাও ষোল আনার কাপড়, দোকানীকে
হবে তবে পুরাপুরি দিতে ষোল আনাই তোমাকে।
বিঘ্ন হ'লে পাবে কেন ? বিঘ্ন হলে যোগ(ও) নাহি হবে।
টেলিগ্রাফি তারে ফুটা থাকিলে, সংবাদ নাহি যাবে ॥ ১৮৭

চাউলের বড় বড় দোকানে প্রকাণ্ড গোলা থাকে,
খৈ মুড়কি ভরা কুলা দোকানী তাহার অগ্রে রাখে।
ইন্দুর তাহাতে ভু'লে থেকে আর গোলা নাহি খোঁজে।
কামিনীকাঞ্চনে জীব মুগ্ধ হ'য়ে তাঁহাকে না ভজে ॥ ১৮৮

মানুষ হয়েও লীলা ক'রে বিভু বিহরে,
ঘষিতে ঘষিতে কাঠে—বহ্নি যথা নিঃসরে
তেমনি ভক্তির জোরে তাঁকে মানুষেতেও
দেখা যায় ; বড় টোপ হ'লে খায় রুইতেও ॥ ২১০

নিত্য সিদ্ধ পারে পুনঃ সংসারেও থাকিতে
কেহ দুই তলোয়ার নিয়ে পারে খেলিতে।
সংসারে কি ভয় তার ?—পুনঃ পা ফেলাতে
কি হয়, এ ভয় নাই ছক বাঁধা খেলাতে ॥ ২১৯

থিয়েটারে যতক্ষণ পর্দ্দা নাহি সরে গো
ততক্ষণ বসি' লোক নানা গল্প করে গো।
যেই পর্দ্দা উঠে যায় চুপ ক'রে অমনি
সবে দেখে অভিনয় আর কিছু না শুনি ॥ ২১৩

হইওনা বানর ছানা বিড়ালছানাটি হও,
তিনিই নিবেন মুখে করে।
যে ছেলে বাপকে ধরে সে ছেলে পড়িতে পারে,
সে নিশ্চিন্ত বাপে ধরে যারে॥ ২২০

হাজার বিচার কর আমিত্ব কখন নাহি যায়?
ব্রহ্ম যেন জলনিধি আমি রূপ কুম্ভ মগ্ন তায়।
কুম্ভগর্ভে বাহিরেও সলিল তবুও কুম্ভ আছে
ওই আমি যায় না ত, ভিন্ন কথা কুম্ভ যদি ঘোচে॥

কামিনী কাঞ্চনে মন বারেক আসক্ত হ'লে
কভু পূর্ণ-নির্দ্দোষ না হয়।
যে পাত্রে রসুন গোলা রাখা যায়, তাহা শত
ধুইলেও তবু গন্ধ রয়॥ ২২৫

কি ভয় তাঁহাকে ধর, কি ভয় সংসারে তবে
কাঁটাবন হলেই বা তায়—
জুতা পায়ে চলে যাও কিসের ভয়গো আর
বুড়ী ছুঁলে সেকি চোর হয়? ২৩১

গিন্নী যথা বহু ছেলে প্রসবি' পালেন, পুনঃ
সেই কার্য্য ব্যস্ততা মাঝেও
করেন স্বামীর সেবা, তেমনি সংসার পালি'
সেবিবে সে হৃদয় রাজেও॥ ২৩৪

সমাধিস্থ ফিরে কিনা? জীব নাহি ফিরে গো,
কিন্তু যে ঈশ্বর কোটি সে ফিরিতে পারে গো।

সে যেন রাজার ছেলে—ভূপতির যে পুত্র
দেখনা সে আসে যায় প্রাসাদের সর্ব্বত্র ॥ ২৪৩

বেদান্ত পড়িয়া কেহ জ্ঞান গর্ব্বে মাতিছে,
কিন্তু খাঁটি জ্ঞানী—যার সমাধিটি হয়েছে—
সে দেখে সোঽহং, তার অহংচ্ছায়া থাকে না,
যার শিরঃপরে সূর্য্য স্বচ্ছায়া সে দেখে না ॥
দেহ সত্য বলে যারে বোধ আছে যতকাল গো
ততক্ষণ "আমি সেই" এ ভাবনা ভাল গো।
সেব্য সেবক ভাবের ততক্ষণ মূল্য গো।
মাঝে কিংবা পাশে থাকি ঘর দেখা তুল্য গো ॥ ২৪৭

তিনি সর্ব্বত্রই, তবে কোন স্থানে
অধিক প্রকাশ, দেখনা নয়নে
মাটী জল ধাতু আদিতে আর।
পড়ে রবি-রশ্মি সকল জিনিষে
সমভাবে, তাহা কিন্তু না প্রকাশে,
আয়নাতে বেশী প্রকাশ তার ॥ ২৪৮

উত্তম মধ্যম আর অধম এ ভক্ত তিন শ্রেণী।
নিম্ন ভক্ত বলে ওই বিভু সৃষ্টি হ'তে ভিন্ন তিনি,
দেখেন মধ্যম তিনি অন্তর্যামী তিনি হৃদেস্থিত
দেখেন উত্তম ভক্ত হয়েছেন সব তিনিইত ॥ ২৪৯

সংসারের অভ্যন্তর তার বহিস্থ ওসব
নিরখে সংসারী জ্ঞানী ব'সে।

যেমন মামীর ঘরে বাস করি দেখে সব
ভিতর বাহির অনায়াসে ॥ ২৫৭

অবতার আসিলেই ভক্তিস্রোত উথলে
অনায়াসে সবজীব তরে যায় সেকালে।
নদী উথলিলে ডাঙ্গা ভেসে যায় জলে গো
সকল স্থানের নৌকা সে সময়ে চলে গো ॥ ২৫৮

দান ধ্যান না করিয়ে গায়ের রক্তের মত দেখে
অনেকে জমায় টাকা, শেষে কিন্তু নষ্ট হয়ে থাকে।
কেবল সেচিলে ক্ষেতে জল আ'ল ভেঙ্গে যায় সরে
চাপড়া থাকিলে আলে মৃদুসারে খেতে পলি পড়ে ॥ ২৬০

জড়ের চৈতন্য, চৈতন্যের জড়
সত্তা পরস্পর গ্রহণ করে
যেমন অগ্নির উষ্ণতা মলিন
গ্রহণ করায় তাতে গা পোড়ে ॥ ২৭০

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট।

বহুপথ-তার মাঝে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম আর
যে পথেই হও অগ্রসর।
আন্তরিক হ'লে তাঁকে পাবে কিন্তু এই যুগে
জ্ঞান-যোগ সুকঠিনতর ॥ ১। ১৩৮

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

তৃতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রথম খণ্ড।

আচ্ছা সিদ্ধপুরুষ কি রকম হয় গো
হয় ঠিক সিদ্ধ আলু পটোলের প্রায় গো।
পটোলাদি সিদ্ধ হ'লে নরম তা হয় গো
হয় সিদ্ধ মানবও মৃদু অতিশয় গো (৩৬)
সিদ্ধ হ'লে পুনর্জন্ম ঘুচে তার যায় গো
সিদ্ধ ধান পুতিলেও গাছ না গজায় গো॥

ভাল মন্দ আছে বিশ্বে কিন্তু সেই সমস্ত
জীবের পক্ষেই মাত্র। তিনি নিজে নির্লিপ্ত।
কেহ জাল করে কেহ ভাগবৎ কহে গো
দীপের সম্মুখে কিন্তু দীপ লিপ্ত নহে গো॥ ৩৭

দুঃখ পাপ আছে আর জীব তায় ভুগিছে
সে সবে নির্লিপ্ত ব্রহ্ম নিজে কিন্তু রয়েছে
সাপ নিজে নাহি মরে তাহে বিষ আছে গো॥

যতক্ষণ ভ্রমর না ফুলে মধু পায় গো
ততক্ষণ গুন্ গুন্ করি গান গায় গো
মৌমাছি পাইলে মধু চুপ হয়ে যায় গো
ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে ঠিক হয় তার প্রায় গো ॥ ৩।৯

আচ্ছা সমাধিস্থ যে গো মগ্ন ব্রহ্ম-জ্ঞানেতে
সেকি আর কথা কয় ? কয় লোক শিখাতে।
পাকা ঘৃতে কাঁচা লুচি দিলে তায় পাকাতে
ছাঁক কল কল রব হয় পুনঃ সে ঘৃতে ॥ ৩।৯

ভরা কলসটি হ'তে যদি অন্য কলসে
সলিল ঢালিতে হয় শব্দ পুনঃ করে সে
মধু খেয়ে তৃপ্ত হয়ে মাতাল সে মৌমাছি
কভু করে গুন্ গুন্ সবে তাত দেখেছি ॥ ৩।৯

তার পরে ভালবাসা হ'লে হোম পূজাদির
কিছুমাত্র নাই দরকার
দক্ষিণা হাওয়া যদি নিজ হ'তে আসে তবে
পাখার কি প্রয়োজন আর ? ৩।১৭

প্রথমত উঠে প'ড়ে সাধনা করিতে হয়
পরেই বিশ্রাম—যতকাল
ঝড় থাকে, দাঁড়াইয়া হাল ধরে পরে মাঝী
বসে থাকে ছুঁয়ে মাত্র হাল ॥ ৩২১

দিন রাত পারে যেগো তাঁর চিন্তা করিতে
চৌদিকে সে দেখে তাঁরে—যথা এক দৃষ্টিতে
বহুক্ষণ যদি কেহ দীপশিখা নিরখে
পরেও চৌদিকে সেই দীপশিখা সে দেখে ॥ ৩।২৫

আচ্ছা নেতি নেতি করে ব্রহ্মলাভ কি মতে ?
যেমন রয়েছে বাবু অন্ধকার ঘরেতে।
কেহ তারে হাতাড়িয়া খুঁজি খুঁজি কয় গো—
দ্বার চৌকি আদি ধরি—এ' ত বাবু নয় গো
এনয় এনয়—হেন নেতি নেতি করিয়া
এবে বাবু বলে শেষে বাবুকেই ধরিয়া ॥ ৩।২৪

রত্ন আছে বদ্ধ ঘরে   চাবি খানি খুলি তাহে
শেষে রত্ন পাইবে—নতুবা
"এই চাবি আনিলাম   এই খুলিলাম, হেন
কল্পনায় রত্ন কি মিলিবে" ॥ ৩।৩০

কামিনী, কাঞ্চনই মায়া ; ওর ভিতরে
বেশী থাকিলেই হুঁস চলে যায় সুদূরে
মনে হয় বেশ আছি—মেথরের দেখনা
বহিতে বহিতে বিষ্ঠা ঘৃণা আর থাকে না ॥ ৩।৩৪

একটি মেয়ের বর আসিয়াছে ; তাহাকে
ঘেরিয়া সদর ঘরে বসিয়াছে অনেকে।

দেখিছে জানালা দিয়া সখীরাও মেয়েটি
দেখায়ে সে ঘরের কারো "এর কি গো এইটি ?"
জিজ্ঞাসিল এক সখী ; মেয়েটি "না" বলিল
তবে বুঝি ভাব মেয়ে তাতেও না করিল।
আরম্ভিল ক্রমে হেন জিজ্ঞাসিতে কেবলি
"এটি কি এটি কি ?" 'না' 'না' শেষে বরে অঙ্গুলি
নির্দ্দেশিল বর প্রতি সে সময়ে মেয়েটি
ফিক করি হাসি দিল না কহিল কথাটি ॥ ৩।৪৭

ভক্ত তরে ভগবান ঐশ্বর্য্যটা ছাড়িয়ে
আসেন নরম হয়ে ভক্ত পাশে চলিয়ে।
যেমন ভোরের সূর্য্য—তাকে বিনা আয়াসে
দেখে চোখে তৃপ্তি হয় চক্ষু নাহি ঝলসে ॥ ৩।৫১

অভ্যাস যোগেতে তাঁর মন রাখি সংসারে
কাজ করা যায় গো যেমন—
ছুতার মেয়েরা দেখ পাড়িছে ঢেকির পাট
তার দিকে রাখি বেশী মন
ধান ঠেলে ; ওই দিকে আসিছে খরিদদার
তার সঙ্গে করে বেচা কেনা।
ছেলেকেও দেয় দুধ মন কিন্তু ঢেকী 'পরে
হাতে যেন ঢেকীটা পড়ে না ॥ ৩।৬২

তাঁহার বিষয় শুনা, তাঁর দেখা, তাঁর সহ
আলাপ—এ তিন এক নয়।

দুধের বিষয় শুনা, দুধ দেখা, খাওয়া আর
একলা খেলেই পুষ্টি হয়॥ ৩।৬৩

বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে এই সংসারে
বলত পরমহংস বলি তবে কাহারে ?
দুধ আর জল যদি থাকে এক সাথে গো
যে পারে হাঁসের মত শুধু দুধ নিতে "গো"॥ ৩।৬৭

বিজ্ঞানী"র" অষ্টপাশ খুলে যায়—কামাদির
কেবল আকার থাকে—যেতে যেতে জলধির
গর্ভস্থ চুম্বক-শৈল পাশে গেলে তরণী,
খু'লে যায় তার লৌহ পেরেকাদি অমনি॥ ৩।৮৯

অহঙ্কার সত্ত্বে জীব তাঁর দেখা পায় না।
আকাশে উঠিলে মেঘ সূর্য্য দেখা যায় না॥ ৩।১৭

কর্ম্ম করা ভাল ভাই তবে তা নিষ্কাম চাই
তাহ'লেই সিদ্ধি যোগ্য হবে।
ভাল পাট হলে জমি তাতে যা লাগাবে তুমি
সে শস্যই উত্তম জানিবে॥ ৩।১১৮

কি রকম অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁহাকে ?
গুরুকে পুছিল শিষ্য ; গুরু সেই শিষ্যকে
চুবায়ে ধরিল জলে—ছট্‌ফট্ কাতরে
করিতে লাগিল শিষ্য, ছাড়ি দিয়া তাহারে।

গুরু বলিলেন বৎস! তাঁর তরে অমনি
কাতর যখন হবে তাঁকে পাবে তখনি॥ ৩।১১৯

বিবেক কাহাকে বলে? নিত্যানিত্য বোধকে,
সকল ছাঁকিয়ে নিবে এ ছাঁকুনি বিবেক।
জল ছেঁকে পড়ে যথা একদিকে তলানি
অন্যদিকে ভাল জল—এ'ও হয় তেমনি। ৩।১৫৭

(সম্যক্ জানিতে মানুষে কি পারে গো) ত্যক্ত
অবতার বুঝিবার সকলে না পারে গো
যাহার যেমন বুদ্ধি সে তেমন ধরে গো।
পুঁজি মত জিনিষের দাম কয় সকলে
দিতে চেয়েছিল এক হীরকের বদলে
মণিকার লক্ষটাকা; কাপড়ের দোকানী
ন'শত টাকার মাল বলেছিল সেখানি।
বেগুনওয়ালা পুণঃ বলেছিল সেখানা
নয়সের বেগুণের বেশী কিছু হবে না॥ ৩।১৭৩

সংসারীরা বদ্ধ ঘরে বন্দি যেন রয়েছে;
ফুটা ছাদ দিয়ে কিছু আলো যেন আসিছে
কি হইবে ঐ টুকুতে? সূর্য্য সেত দেখেনা
কামিনী-কাঞ্চন-ছাদ যে ফেলিতে পারে না॥ ৩।১৭৪

অবতার আদি যেন দাঁড়াইয়া আছে গো
বিরাট ফোকরযুক্ত প্রাচীরের কাছে গো।

প্রাচীরের দু'পাশেই মাঠ দীর্ঘতম গো
অবতারাদির আমি এ প্রাচীর সমগো।
এ পাশে থেকেও নিত্য মাঠ তারা দেখে গো
অর্থাৎ থেকেও দেহে নিত্য যোগে থাকে গো
ইচ্ছা হলে পুনঃ বড় ফোকরের ওধারে
গিয়ে সমাধিস্থ হয় আনাগোনা সে করে ॥ ৩।১৭৪

ঈশ্বরে যে দেখে নাই সে বলিবে কি মতে
পারে কিনা পারে বিভু অবতার হইতে।
কভু যে দেখেনি হাতী সে বলিবে কি মতে
সূচীর ভিতরে হাতী পারে কিনা ঢুকিতে ॥ ৩।১৮২

বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়া দুই আছে গো
অবিদ্যা দূরেতে হয়, বিদ্যা তাঁর কাছে গো।
বিদ্যার বৈরাগ্য ভক্তি আদি খেলা হয় গো
তাঁরে পায় "এ" সবল করিলে আশ্রয় গো ॥

ব্রহ্মজ্ঞান কারো কভু সহজে না হয় গো
মন নাশ হ'লে হয় ব্রহ্মজ্ঞানোদয় গো
গুরুকে সম্পূর্ণ মন যে শিষ্য দেয় গো
গুরুর সমীপে সেই ব্রহ্মজ্ঞান পায় গো ॥ ৩।ঐ

নিত্য ধাম, নিত্য শ্যাম নিত্য ভক্তমগুলি
নভে যেন ধরে ঘেরি তারা আবলি ॥ ৩।১৯০

পুড়িলে পাখীর বাসা, সীমাহীন আকাশে
বেড়ায় সে উড়ে উড়ে ; তথা যাবে বিকাশে
দেহ মিথ্যা এই বোধ ; হয় সে সময় গো
অনন্তে বিলীন আত্মা—সমাধিস্থ হয় গো ॥ ৩।১৯৬

যার জ্ঞান হয় তার নিন্দায় বা ভয় কি
নেহাইতে হাতুড়ির ঘায়ে কিছু হয় কি ? ৩।১৯৭

ঈশ্বর সমুদ্র যেন, তাহে যেন ভাসে গো
বুদ্বুদ জীবেরা,—তাহে জন্মি তায় মিশে গো।
বড় বড় বুদ্বুদের পাশে বাঁধে মণ্ডলি
ছোট যে বুদ্বুদ থাকে ছেলেমেয়ে সেগুলি ॥ ৩।২০৪

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগে অবিদ্যাটা মরে গো,
দেখনা আতসী কাচে যদি রৌদ্র পড়ে গো
কত মত দ্রব্যরাশি পু'ড়ে যায় তাহাতে
কিন্তু তাহা রাখ যদি গৃহতলে ছায়াতে
কিছু পুড়িবেনা ; হেন ঘর ছাড়ি বাহিরে
না আসিলে মানুষেরও অবিদ্যা না পোড়ে ॥ ৩।২১৩

আদেশ না পেয়ে যেবা গুরু হতে যায় গো
সে মানুষ নিজে নিজে উঁচু হ'তে চায় গো।
দেখ সে কেমন লঘু—দাঁড়িপাল্লা দেখনি
হাল্কা দিক্‌টাই তার উচ্চে উঠে আপনি ॥ ঐ

তদ্‌যোগে চেতনময়—নড়িছে যে হাত পা
তিনি যে নড়েন তাতে অবোধ তা বোঝেনা,
জলে হাত পু'ড়ে গেল এই সবে কহে গো
জলে ত পোড়েনা—জলস্থিত তাপে দহে গো ॥৩৷২৫৩

হাঁড়িতে ফুটিছে ভাত আলুগুলি লাফাচ্ছে
ছোটছেলে বলে আলু আপনিই ফুটিছে।
জানেনা যে নীচে অগ্নি—ইন্দ্রিয়েরা আপনি
খাটে সবে বলে কিন্তু ভিতরে যে গো তিনি ॥ ৩৷২৩

বিভু আছে বটে কিন্তু দেখা নাহি ঘটে গো
গুরুকৃপা বিনা ;—ছাদ দেখা যায় বটে গো
কিন্তু উঠা সোজা নয় কেহ আগে উঠে গো
দড়ি ফেলে তুলে দিলে কষ্ট নাহি মিটে গো ॥ ৩৷২৫৬

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম সংস্করণের বই।

এক ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা মুখে কয় অনেকে
টাকা আদি নীচদ্রব্যে লিপ্ত কিন্তু এদিকে।
মনুমেণ্টে না উঠিতে বাড়ী ঘর সকলি
বড় দেখে ; উঠে কিন্তু ছোট দেখে সেগুলি ॥ ৪।৬

থাকেনা বিষয়োমোহ ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে গো
পড় পড় শব্দ থামে কাঠ পু'ড়ে গেলে গো
ঈশ্বরে এগুবে যত তত শান্তি পাবে গো
ঠাণ্ডা বোধ হবে যত গঙ্গাপাশে যাবে গো ॥ ৪।৬

ব্রহ্ম আছে ব'লে আছে জগৎ ও জীবাদি
কিছুই থাকেনা তবে তাঁরে বাদ যদি দি।
এক পৃষ্ঠে শূন্য দিলে সঙ্খ্যা বাড়ে যথার্থ
একেরে পুঁছিলে শূন্যে নাহি থাকে পদার্থ ॥ ৪।৬

পাণ্ডিত্যে কি আছে? তাঁকে মিলে ব্যাকুলত্বেই
আচার্য্যেরি প্রয়োজন বহু শাস্ত্রতত্ত্বেই।
একটি নরুণে পারে আত্মহত্যা করিতে
বহু অস্ত্র আবশ্যক অন্য লোক মারিতে ॥ ৪।১১

নির্গুণ থাকুন ব্রহ্ম কিম্বা ইচ্ছা করিয়ে
সৃষ্ট্যাদি করুন তিনি, তুল্য তিনি উভয়ে

চলিষ্ণু বা কুণ্ডলিত এক সাপ দুই গো
স্থির কিম্বা তরঙ্গিত জলে ভেদ নাই গো ॥ ৪।৩৫

কদাচিৎ বিষয়ির হয় বটে সমাধি,
কিন্তু তাহা নাহি থাকে বহুক্ষণ অবধি।
সূর্য্যোদয়ে ফুটে পদ্ম কিন্তু মেঘে আবৃত
হ'লে সূর্য্য, হয় সেই পদ্ম পুনঃ মুদ্রিত ॥ ৪।৪৪

নবলীলা কি রকম? সেই তার শক্তি গো
একটি প্রণালী দিয়ে হয় অভিব্যক্তি গো।
যেমন ছাদের জল ছড় ছড় করিয়ে
নল দিয়া বাহিরিয়া নীচে যায় পড়িয়ে ॥ ৪।৪৯

গুরুই করেন সব, তবে শিষ্যে শেষটা
একটু খাটিয়ে নেন; দেখ নাকি গাছটা
প্রায় কাটা হলে হয় দাঁড়াইতে সরিয়ে
আপনিই গাছ শেষে পড়ে মড় মড়িয়ে ॥ ৪।৫৫

ভক্ত সঙ্গ দরকার, কিন্তু পাকা ভক্তি হলে
কভু কভু তা লাগেনা ভাল।
পঙ্খের কাজের 'পরে চূণকাম ফেটে যায়
তাহা নাহি থাকে দীর্ঘকাল ॥ ৪।৬৫

তাহাকে পাবেনা কভু 'আমি ত অমুক' এই
অহঙ্কার না গেলে চলিয়ে

আমি এই টিপিটাকে সমভূমি করে ফেল
ভক্তিজলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে ॥ ৪।৭২

বীর্য্যের ধারণ যত্নে না করিলে, উপদেশ
ধারণা হয় না কোনক্রমে।
ফুটো কলসীতে জল রাখিলে নিশ্চয় তাহা
বাহিরিয়া যায় ক্রমে ক্রমে ॥ ৪।১৭

সন্ন্যাসীর নারীসঙ্গ দূরে থাক্, রমণীর
চিত্রপট দেখিতেও মানা।
মায়ের সেবার তরে কাল পাঁঠা বলি দেয়
কিন্তু তা' ঘা থাকিলে লাগেনা ॥ ৪।১০৫

অবতারে ভক্তে আর সংসারীতে
জ্ঞান ভিন্নরূপ ; জ্ঞান বিষয়ীতে
দীপ-আলো সম শুধু দেখে তাতে
গৃহস্থিত দ্রব্য সংসারস্থই।
ভকতের জ্ঞান-চাঁদ-আলো সম
দেখে ঘর বার ; কিন্তু ক্ষুদ্র তম
দেখেনা তাতেও দ্রব্য ; সূর্য্য সম
অবতার জ্ঞান দেখে সমস্তই ॥ ৪।১৩

সংসারীর হবে নাকি ? হাঁ হবে সংসারী মন
হয়ে আছে বটে ঘোলা জল
নির্ম্মাল্য ফেলিয়ে পুনঃ পরিষ্কার হতে পারে
'এ নির্ম্মাল্য বৈরাগ্য নির্ম্মল ॥ ৪।১৩০

সময় না হ'লে ফল নাহি হয় উপদেশে
শক্ত জ্বরে কুইনানে কি হয় ?
ফিভার মিক্‌শ্চারে আগে জ্বর কিছু কমে গেলে
কুইনানে ধরে সে সময় ॥ ৪।১৩০

কর্ম্মত্যাগ করিবার যো নাই থাকিতে দেহ
হোক অল্প তবু থাকিবেই
করম কিছুনা কিছু ; নীচেতে থাকিতে পাক
ভুরভুরি অবশ্য হবেই ॥ ৪।১৯১

শুধু শাস্ত্রে কি হইবে ? শাস্ত্রে তাঁর খোঁজ জেনে
কাজ হয় করিতে নিশ্চয়।
পুকুরের কোনখানে ঘটীটা পড়েছে তাহা
ঠিক করি ডুব দিতে হয় ॥ ৪।১৯১

জ্ঞান হইলেও তাঁর নিত্য চর্চ্চা আবশ্যক
দেখনা ঘটীটা একদিন
মেজে চক্‌চকে করি ফেলিয়া রাখিলে তাহা
পুনঃ তাহা হইবে মলিন ॥ ৪।১০০

না হ'লে সরলোদার তাঁহাকে যায় না পাওয়া
আগে মাটী পাট না করিলে
তাহাতে হয় না হাঁড়ী ফাটিয়া যায়গো তাহা
তিল বালি মাটিতে থাকিলে ॥ ৪।২০১
কর আগে চিত্ত শুদ্ধি চিত্ত শুদ্ধি না হইলে
স্বস্বরূপ প্রত্যক্ষ না হয়।

দর্পণে ময়লা পড়ি, থাকিলে তাহাতে কভু
মুখ দেখা যায় না নিশ্চয় ॥ ৪।২০১

শুদ্ধাত্মায় মায়া আছে, আছে পুনঃ মায়াতে
তিনগুণ, আত্মা কিন্তু লিপ্ত নয় তাহাতে
অগ্নি নিজে বর্ণহীন; কিন্তু তাতে ফেলিবে
যে রঙ্গ, সে রঙ্গেরই শিখা তাহে দেখিবে।
জলে ফেল নীল রঙ্গ নীল জল দেখিবে
ফিট্‌কারী দিলে পুনঃ সে নীলিমা ঘুচিবে ॥ ৪।২০২
দেহেতে নির্লিপ্ত আত্মা, চক্ষে দেখা যায় না
সলিলে লবণ আছে কিন্তু দৃষ্ট হয় না ॥ ৪।২০৩

যায়না সাধন বিনা সংসারটা এটা ঠিক
কাঁটা গাছ সম; শুধু অই
কাঁটা গাছ পুড়ে গেল বলিলে কি পুড়ে গাছ?
পুড়িবে না কভু অগ্নি বই ॥ ৪।২০৪

জপেতে ঈশ্বর মিলে,—লাভ হয় গোপনে ডাকিলে
তাঁর কৃপা বাহাদুরি কাঠ যেন আছে ডুবে জলে।
তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধ সেই শিকলটি ধরি।
ক্রমে ক্রমে ডুবিলেই মিলে সেই কাঠ বাহাদুরি ॥ ৪।২১১

ছেলেদের শীঘ্র হয় ইহারা যে খাঁটি দুধ
লাগে ইহা ঠাকুর সেবাতে—
একটুকু ফুটালেই; বিষয়ীরা জলো দুধ
বহু কাঠ পোড়ে জ্বাল দিতে ॥ ৪।২৮৯

সঞ্চয়ের চেষ্টা বৃথা, দেখনাকি বহু কষ্টে করে
মধু জমা মৌমাছিরা, চাক ভেঙ্গে যায় নিয়া নরে ॥৪।২৯০
অহঙ্কার না যাইতে জ্ঞান লাভ হয় না,
উঁচুটিপি জমী'পরে জল জমে রয়না ॥ ৪।২৯১
একবার তাঁর রস পেলে কেহ তাঁহাকে
পারে কি ভুলিতে ? শুঁড়ি শুঁড়ি পুত্র—পিতাকে
বলেছিল—বাবা তুমি নিজে মদ চাখিয়ে
ছাড়িতে বলিলে তাহা আমি দিব ছাড়িয়ে ॥
পিতা চাখি বলিলেন ইচ্ছা যদি হয় গো
তুমি মদ ছাড় বাছা আমি কিন্তু নয়গো ॥ ৪।৩০৬
বিদ্যার আমিতে দোষ কিছু নাহি রয়গো
যেমন আর্শীর মুখ গালি নাহি দেয়গো ॥

চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত।

সমাপ্ত ॥